Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যতাসমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জেসমিন আক্তার

রোলঃ 23090121390

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যতাসমূহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জেসমিন আক্তার

রোলঃ 23090121390

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যতাসমূহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জেসমিন আক্তার, আইডিঃ 23090121390 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যতাসমূহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

-

(স্বাক্ষর)

জেসমিন আক্তার

আইডিঃ 23090121390

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ও গবেষনার উদ্দেশ্য 5

১.১ গবেষণার পটভুমি 5

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য 6

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব 6

১.৪ গবেষণার প্রশ্নাবলী 7

১.৫ সীমাবদ্ধতা 7

দ্বিতীয় অধ্যায়:ইসলামের পরিচিতি ও দ্বীন হিসেবে পূর্ণতা 7

২.১ ইসলাম শব্দের অর্থ ও উৎস 7

২.২ ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মৌলিক পার্থক্য 8

২.৩ ইসলাম ধর্মের পূর্নতা 10

২.৪ দ্বীন বনাম ধর্ম 11

২.৫ ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা 11

২.৬ ইসলামের জীবনব্যবস্থার দিকসমূহ 12

২.৭ ইসলামের সর্বজনীনতা 14

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মৌলিক পার্থক্যসমূহ 16

৩.১ ঈমান ও বিশ্বাসগত পার্থক্য 16

৩.২ ইবাদত ও উপাসনার মধ্যে পার্থক্য 16

৩.৩ ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণের পার্থক্য 16

৩.৪ জীবনব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য 17

৩.৫ মানবমূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে পার্থক্য 17

৩.৬ নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কিত পার্থক্য 17

৩.৭ স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের পার্থক্য 17

৩.৮ পাপ-মোচন ও ক্ষমা ধারণার পার্থক্য 18

৩.৯ সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবনের উদ্দেশ্যে পার্থক্য....18
৩.১০ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নীতির পার্থক্য....18
৩.১১ সম্পদ বণ্টন ও অর্থনৈতিক দর্শনে পার্থক্য....18
৩.১২ পরকাল বিশ্বাসের পার্থক্য....18
৩.১৩ ধর্ম প্রচারের নীতিতে পার্থক্য....19
৩.১৪ পরিবর্তনশীলতা ও চিরন্তনতার পার্থক্য....19
চতুর্থ অধ্যায়: তাওহীদের সৌন্দর্য....19
৪.১ তাওহীদের সংজ্ঞা ও ভিত্তি....19
৪.২ আল্লাহর একত্বের দার্শনিক তাৎপর্য....20
৪.৩ বহুদেববাদ ও তাওহীদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ....21
৪.৪ অন্যান্য ধর্মের সাথে তাওহীদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ....25
৪.৫ তাওহীদ মানবজীবনে যে স্বাধীনতা আনে....27
৪.৬ কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাওহীদের প্রভাব....28
৪.৭ তাওহীদের সৌন্দর্য....29
পঞ্চম অধ্যায় : ন্যায়বিচার ও সমতার সৌন্দর্য....30
৫.১ ইসলামে ন্যায়বিচারের ধারণা....30
৫.২ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার....32
৫.৩ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর আমলে ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত....35
৫.৪ ইসলাম ও আধুনিক মানবাধিকারের তুলনা....38
ষষ্ঠ অধ্যায় : দয়া, করুণা ও মানবতার সৌন্দর্য....43
৬.১ ইসলাম মানবতার ধর্ম....43
৬.২ রাসূল (সাঃ) এর চরিত্রে দয়ার প্রতিফলন....44
৬.৩ প্রাণী ও পরিবেশের প্রতি ইসলামের দয়া....45
৬.৪ ইসলাম ও মানবিক সহানুভূতি....45

৬.৫ অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ..46

৬.৬ অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের বিশ্লেষণ..47

সপ্তম অধ্যায় : জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সৌন্দর্য..50

৭.১ ইসলাম ও জ্ঞানের আদেশ 50

৭.২ ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানের বিকাশ 52

৭.৩ আধুনিক বিজ্ঞান ও ইসলামের সম্পর্ক...53

৭.৪ কুরআনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি...54

৭.৫ অন্যান্য ধর্মে জ্ঞানের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি 55

৭.৬ ইসলামী জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব 57

৭.৭ ইসলামী যুক্তিবাদ, দর্শন ও প্রজ্ঞা 59

৭.৮ আধুনিক যুগে জ্ঞানচর্চার পুনর্জাগরণ...59

অষ্টম অধ্যায় : নারী ও পরিবারের মর্যাদা 61

৮.১ জাহেলী যুগে নারীর অবস্থা 61

৮.২ ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে কিভাবে..61

৮.৩ ইসলামে পারিবারিক বন্ধন ও দায়িত্ব...62

৮.৪ আধুনিক সমাজে ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধ 63

৮.৫ ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদার দার্শনিক বিশ্লেষণ 64

৮.৬ অন্যান্য ধর্মে নারীর অবস্থান 64

৮.৭ইসলামী পারিবারিক দর্শনের দার্শনিক ভিত্তি...65

৮.৮ ইসলামে পরিবারের উদ্দেশ্য ও সামাজিক প্রভাব 66

৮.৯ পারিবারিক বন্ধনে ইসলামের শিক্ষা...66

৮.১০ আধুনিক সমাজে ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধ 67

৮.১১ নারীর মর্যাদায় ইসলামী সভ্যতার প্রভাব...68

৮.১২আধুনিক সভ্যতায় ইসলামী মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ..68

নবম অধ্যায়:অর্থনীতি ও সমাজকল্যাণে ইসলামের সৌন্দর্য 69
৯.১ ইসলামী অর্থনীতির পরিচয় ও মৌলভিত্তি 69
৯.২ সম্পদের মালিকানা 69
৯.৩ সুদ (রিবা) নিষিদ্ধের নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি 70
৯.4 যাকাত 70
৯.৫ সদকা ও ইনফাক 71
৯.৬ দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামের সমাধান 71
৯.৭ ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ বণ্টন নীতি 72
৯.৮ ব্যবসা ও বাণিজ্যে ইসলামী নৈতিকতা 72
৯.৯ শ্রমিক অধিকার ও ইসলামী শ্রমনীতি 73
৯.১০ ওয়াকফ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক প্রভাব 73
৯.১১ ইসলামী অর্থনীতির আত্মিক সৌন্দর্য 73
দশম অধ্যায় :শান্তি, সহাবস্থান ও বিশ্বমানবতা 74
১০.১ ইসলাম ও ‘সালাম’ — শান্তির মূল দর্শন 74
১০.২ অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ইসলামের আচরণনীতি 74
১০.৩ যুদ্ধ নয়, শান্তিই ইসলামের উদ্দেশ্য 75
১০.4 বিশ্বাসযোগ্যতার ধারা — আমানত, ইমান ও চরিত্র 75
১০.৫ মানবতার কল্যাণ — ইসলামের সার্বজনীন লক্ষ্য 76
১০.৬ সামাজিক শান্তি বজায় রাখতে ক্ষমাশীলতার ভূমিকা 76
১০.৭ মতভেদ থাকলেও সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ 76
একাদশ অধ্যায়: ইসলামের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সৌন্দর্য 77
১১.১ কুরআনের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত 77
১১.২ মহাবিশ্ব,জীবন ও সৃষ্টির ব্যাখা 80
১১.৩ ইসলামী দর্শন ও যুক্তিবাদ 85

১১.৪ বিজ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয় 88
দ্বাদশ অধ্যায়:ইসলামী সভ্যতার অবদান........ 94
১২.১ ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ 94
১২.২ মুসলিম বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের অবদান........ 94
১২.৩ মুসলিম সভ্যতার চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য........ 95
১২.৪ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জ্ঞানের প্রসার........ 96
১২.৫ ইউরোপে রেনেসাঁর পিছনে ইসলামের ভূমিকা........ 96
১২.৬ ইসলামে জ্ঞান ও সভ্যতা 96
১২.৭ ইসলামী সভ্যতা বনাম অন্যান্য সভ্যতার তুলনামূলক সৌন্দর্য........ 97
১২.৮ ইসলামী সভ্যতার নৈতিক কাঠামো 97
১২.৯ ইসলামী সভ্যতার পতনের কারণ 98
১২.১০ বর্তমান যুগে ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের প্রয়োজন 98
ত্রয়োদশ অধ্যায়:উপসংহার ও সুপারিশ........ 99
১৩.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ 99
১৩.২ গবেষণার ফলাফল 99
১৩.৩ সমকালীন বিশ্বে ইসলামের প্রয়োগযোগ্যতা........ 100
১৩.৪ অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য 100
১৩.৫ থিসিসের সামগ্রিক মূল্যায়ন 101
১৩.৬ গবেষকের মতামত ও ভবিষ্যৎ সুপারিশ........ 101
১৩.৭ শেষ কথা........ 102

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ও গবেষনার উদ্দেশ্য

মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো সত্য,শান্তি ও পূর্নতা অর্জন করা।বিভিন্ন ধর্ম,দর্শন ও মতবাদ মানবজাতিকে নৈতিকতা ও জীবনপদ্ধতির দিকনির্দেশনা দিয়েছে,কিন্তু কোন ধর্মই ইসলামের মতো মানবজীবনে প্রতিটি দিককে এত সমন্বিতভাবে নির্দেশ দেয়নি।
ইসলামের যে সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য গুলো যুগে যুগে মানুষকে মুগ্ধ করেছে এবং ইসলাম গ্রহন করতে অনুপ্রাণিত করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইসলাম শুধু(প্রচলিত)ইবাদতকেন্দ্রিক ধর্ম নয়।ইসলাম কেবল একটি আধ্যাত্মিক ধর্ম নয়,একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।
ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যের মধ্যে রয়েছে একত্ববাদ, ন্যায়বিচার,ব্যক্তিগত,সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে পূনাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে এর ভুমিকা।ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভ (ইমান,নামাজ,রোজা,যাকাত ও হজ্ব)আধ্যাত্মিক ও শারীরিক ইবাদতকে একত্রিত করে,যা মুসলিমদের আত্মীক উন্নতির পাশাপাশি একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে সহায়তা করে।এছাড়াও সালাম দেওয়ার মতো সামাজিক রীতিনীতি এবং মানব কল্যাণে উৎসাহিত করা, ইসলামের সৌন্দর্যের একটি অন্যতম অংশ।
আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম,তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম"
–সূরা আল-মায়িদাহ,আয়াত:৩
এই আয়াতই স্পষ্টভাবে প্রমান করে যে ইসলাম মানুষের জন্য একটি পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।এটি কেবল নামাজ,রোজা,হজ্ব,যাকাত এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়,বরং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অবদান রয়েছে।

১.১ গবেষণার পটভুমি

ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা মানুষকে নৈতিকতা ও সামাজিক কাঠামোর শিক্ষা দিয়েছে।তবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী অতুলনীয়।
ইসলামের প্রধান সৌন্দর্যসমূহ :

•

পূনাঙ্জ জীবনব্যবস্থা:ইসলাম কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্টানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়,বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত,ব্যক্তিগত,পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটি পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।

•

স্বাধীনতা:ইসলাম মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের স্বাধীনতা দেয়।ইসলাম মানুষকে নিজের ইচ্ছার উপর সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে উৎসাহিত করে।

•

ন্যায় ও ইনসাফ:ইসলাম অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে এবং ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে।

•

আখলাক বা নৈতিকতা:ইসলাম সুন্দর চরিত্র ও নৈতিকতার প্রতি আহ্বান জানায় এবং মিথ্যা,কৃপণতা ও মন্দ আচরনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে।

•

পঞ্চস্তম্ভ:ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভ (কালেমা,নামাজ,রোজা,হজ্ব এবং যাকাত) ঈমান ও বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করে এবং এগুলো ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক। গবেশণার পটভূমিতে বলা যায়, যে বর্তমান যুগে যেখানে বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা দেখা দেয়,সেখানে ইসলামের শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান প্রদান করতে পারে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো:

১.ইসলামের সৌন্দর্য ও অনন্যতা চিহ্নিত করা।

২.ইসলামের নৈতিক,সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিশ্লেষণ করা।

৩.ইসলাম বনাম অন্যান্য ধর্ম তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা।

৪.মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র(ব্যক্তিগত,সামাজিক,অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক) এ ইসলামের প্রভাব দেখানো।

৫.বর্তমান সামাজে ইসলামের শিক্ষা প্রয়োগের সম্ভাবনা নির্ধারন করা।

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব

১.এটি মুসলিমদের জন্য নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে গভীর ধারনা প্রদান করে।

২.এটি অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য ইসলামের মৌলিক নীতির স্পষ্ট ধারনা প্রদান করে।

৩.এটি সমাজে নৈতিকতা,দয়া,ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-র জন্য প্রয়োজনীয় ধারনা প্রদান করে।

৪.এটি ইসলামের শিক্ষা ও মানবজাতির কল্যানের মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শন করে।

১.৪ গবেষণার প্রশ্নাবলী

১.ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত।

২.ইসলামের সৌন্দর্য কীভাবে অন্যান্য ধর্মের থেকে অনন্য।

৩.ইসলামের শিক্ষা সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে কী প্রভাব ফেলে।

৪.ইসলামের ন্যায়,সততা,দয়া জ্ঞানমূলক দর্শন বর্তমান সমাজে কতটা প্রযোজ্য।

১.৫ সীমাবদ্ধতা

১.সময় ও জায়গার সীমাবদ্ধতার কারনে সকল ইসলামী শিক্ষার দিক বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

২.গবেষণায় প্রাচীন ও আধুনিক ইসলামিক উৎসের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:ইসলামের পরিচিতি ও দ্বীন হিসেবে পূর্ণতা

২.১ ইসলাম শব্দের অর্থ ও উৎস

ইসলাম শব্দের অর্থ হলো **'শান্তি'** এবং **'আত্মসমর্পণ'**।এটি আরবি **'স-ল-ম'** ধাতু থেকে উদ্ভূত,যার মূল অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। ইসলাম শব্দের উৎস হলো আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ করা,যা এই ধর্মাবলম্বী মুসলিমদের পরিচয় দেয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে একমাত্র গ্রহনযোগ্য ধর্ম ইসলাম"

–সূরা আলে-ইমরান,আয়াত:**১৯**

আরেক আয়াতে বলেন–

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অনুসরণ করবে,তার তা কখনো গ্রহন করা হবে না"

–সূরা আলে- ইমরান,আয়াত:৮৫

এই দুই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে,ইসলাম কোনো নিদিষ্ট জাতি বা সময়ের জন্য নয়,বরং এটি সকল যুগের, সকল মানুষের জন্য সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা।

২.২ ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মৌলিক পার্থক্য

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম মানুষকে নৈতিকতা, উপাসনা ও মুক্তির দিকনির্দেশনা দিয়েছে।তবে ইসলামের সৌন্দর্য ও অনন্যতা এটাই যে–এটি শুধুমাত্র আচারনির্ভর ধর্ম নয়,বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।যেটি মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

ইসলামে:

১.একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই(তাওহীদ)।আল্লাহ অদৃশ্য,অদ্বিতীয় ও চিরন্তন।তিনি জন্ম দেননি,তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ

"বলুন,তিনি আল্লাহ এক,আল্লাহ অমুখাপেক্ষী"

–সূরা আল-ইখলাস,আয়াত: **১-২**

২.আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই জীবনের লক্ষ্য।দুনিয়া ও আখিরাত–উভয় দিকেই সফলতা অর্জনের শিক্ষা।

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের প্রতিপালক!আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যান দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও"

–সূরা আল-বাকারা,আয়াত: **২০১**

৩.আল্লাহর ইবাদত সরাসরি,কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়া।প্রতিটি ন্যায্য কাজ(যেমন শিক্ষা, ব্যবসা,দান) ইবাদতের অন্তভূক্ত,যদি তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"বলুন,আমার নামাজ,আমার কোরবানি,আমার জীবন,আমার মৃত্যু–সবই আল্লাহর জন্য"

–সূরা আল-আনআম,আয়াত: **১৬২**

৪.মুক্তি আসে আল্লাহর প্রতি ঈমান,আমল ও রহমতের মাধ্যমে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে,পুরুষ হোক বা নারী,আর ঈমান রাখে–আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব"

–সূরা আন-নাহল,আয়াত: **৯৭**

৫.ইসলাম সকল মানুষের প্রতি শান্তি,সহানুভূতি ও সম্মানের শিক্ষা দেয়।ইসলাম বলে–অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথেও ন্যায়ের সঙ্গে আচরন করতে হবে।

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে,যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না"

–সূরা আল-মুমতাহিনা,আয়াত:৮

৬.ইসলামে নারীকে সম্মান ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে(উত্তরাধিকার,শিক্ষা,বিবাহ,সম্পত্তি) সকল ক্ষেত্রে।মা,বোন,কন্যা,স্ত্রী হিসেবে তাদের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি,যে তার স্ত্রীর সঙ্গে সর্বোত্তম আচরন করে"

–তিরমিজি,হাদিস:৩৮৯৫

৭.ন্যায়বিচার সর্বজনীন এবং নিরপেক্ষ।ইসলামি শরিয়াহ মানুষের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য,জাতি-বর্ন-ধনী-গরিব নির্বিশেষে।

"যে জাতি তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার কায়েম করে না,তারা ধ্বংস হয়"

–সহীহ বুখারী,হাদিস:২৬৮২

৮.ইসলাম শিক্ষা দেয়,মানুষ যেন আল্লাহর বিধান মেনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে।দ্বীন ও দুনিয়া অবিচ্ছেদ্য।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"তোমরা ইসলাম ধর্মে পূর্ণভাবে প্রবেশ করো"

–সূরা আল-বাকারা,আয়াত: ২০৮

অন্যান্য ধর্মে:

১.হিন্দু ধর্মে একাধিক দেবতা ও অবতারবাদের ধারনা আছে।খ্রিষ্টধর্মে ত্রিত্ববাদ,বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার বা অনির্দিষ্ট।

২.মুক্তি,মোক্ষ বা আত্মা লয়ের উপর গুরুত্ব। জাগতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা ও ত্যাগের আদর্শ।

৩.উপাসনা মূলত নিদিষ্ট স্থানে যেমন(মন্দির,গির্জা,মঠ) ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ। ধর্মীয় পুরোহীত বা মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হয়।

৪.তারা মনে করে মুক্তি মূলত আচার,তপস্যা বা আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য।
৫.তাদের ধারনা মতে ধর্মীয় বিভেদ বা জাতিগত বৈষম্য বিদ্যমান।অনেকে কেবল নিজের সম্প্রদায়ের জন্য মুক্তির দাবি করে।
৬.নারীর সামাজিক মর্যাদা অনেক সময় সীমিত।কিছু ধর্মে নারীকে পাপের উৎস হিসেবে দেখা হয়।
৭.ন্যায়বিচার অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের হাতে সীমাবদ্ধ।নির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য আইন
৮.তাদের মতে ধর্ম ও রাজনীতি,উপাসনা ও সমাজ আলাদা।ধর্ম কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

২.৩ ইসলাম ধর্মের পূর্নতা

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ধর্ম — এই ঘোষণা এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল কোরআনে:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম,তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম”
— সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩
এই আয়াতের পেছনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে —
এটি নাজিল হয়েছিল হজ্বে বিদা-র সময়, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন:
হে মানুষ! আমি আজ তোমাদের মাঝে এমন একটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা ধারণ কর, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না — তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।”
— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১২১৮
ইসলাম তাই কেবল ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়,বরং এটি:অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,রাজনৈতিক ব্যবস্থা (খিলাফাহ, শূরা, ন্যায়বিচার)
পারিবারিক ব্যবস্থা (বিবাহ, উত্তরাধিকার, সন্তান লালন)
সামাজিক নৈতিকতা (সততা, দয়া, সহযোগিতা) এ সকল কিছুর উপরেই সমানভাবে দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

২.৪ দ্বীন বনাম ধর্ম

ইসলামের ধারণা ইসলামকে "দ্বীন" বলা হয়, "ধর্ম" নয়।

"দ্বীন" শব্দের অর্থ হলো — জীবনব্যবস্থা বা বিধান, যা মানুষকে আল্লাহর বিধি বিধানের অধীনে রাখে।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে তোমাদের দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছি"

— সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩

অন্যদিকে "ধর্ম" শব্দটি সাধারণত উপাসনালয় ভিত্তিক কিছু রীতিনীতি বোঝায়।কিন্তু ইসলাম দ্বীন হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে —

ইবাদত, নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, বিজ্ঞান ও শিক্ষা পর্যন্ত।

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন–

"দুনিয়াতে তুমি এমনভাবে জীবনযাপন করো যেন তুমি কাল মারা যাবে,আর এমনভাবে আমল করো যেন তুমি চিরকাল বাচঁবে"

— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬০১

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ইসলাম মানুষকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়।অতিরিক্ত পার্থিব ও না,অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক ও না, বরং উভয়ের সমন্বয় শিক্ষা দেয়।

২.৫ ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

ইসলামের প্রতিটি দিক-নির্দেশনা মানুষের জীবনের কোনো না কোনো দিককে সংস্কার করে।কুরআন মানুষকে কেবল নামাজ বা রোজার আহ্বান দেয়নি, বরং জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে আল্লাহর নির্দেশ মানতে বলেছে।

আল্লাহ বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"তোমরা ইসলাম ধর্মে পূর্ণভাবে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না"

—সূরা আল-বাকারা,আয়াত: ২০৮

অর্থাৎ মুসলমানের জীবন কেবল নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত নয়।বরং কিভাবে মানুষ ব্যবসা করবে,কিভাবে কথা বলবে, কিভাবে বিচার করবে সকল বিষয়েই ইসলাম দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।সবই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হতে হবে।

২.৬ ইসলামের জীবনব্যবস্থার দিকসমূহ

ইসলাম কেবল নামাজ, রোযা বা হজ্বের ধর্ম নয়,এটি একটি **পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা**।মানবজীবনের প্রতিটি দিকের জন্যই ইসলাম স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন —

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”

–সূরা আল-মায়িদা,আয়াত: ৩

ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রধান দিকসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো

১. আধ্যাত্মিক জীবন

ইসলাম আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে আহ্বান জানায়।

এখানে বাহ্যিক উপাসনা ও অভ্যন্তরীণ খালিস নিয়ত উভয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।

ইসলামী নির্দেশনা:

- সালাত (নামাজ)
- সিয়াম (রোযা)
- যাকাত
- হজ্ব
- দো'আ ও জিকির

এই ইবাদতগুলো মানুষকে আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও তাওহীদের চেতনায় দৃঢ় করে।

২.সামাজিক জীবন

ইসলাম সমাজজীবনে ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও ন্যায়ের উপর গুরুত্ব দেয়।মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা ইসলামি সমাজের মূল ভিত্তি।

ইসলামী নির্দেশনা:

- পারস্পরিক সহমর্মিতা
- দান ও সদকা
- প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার
- ন্যায়বিচার ও সাম্য

রাসূল সাঃ বলেছেন–

“তোমাদের কেউ সত্যিকার মুমিন হতে পারবে না,যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে,ভাইয়ের জন্যও তাই ভালোবাসে”

–সহীহ বুখারী,হাদীস:১৩

৩.অর্থনৈতিক জীবন

ইসলাম অর্থনীতিতে ভারসাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়।এখানে সম্পদ উপার্জন বৈধ পথে হওয়া, ও সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয়।

ইসলামী নির্দেশনা:

- সুদ (রিবা) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ
- যাকাত প্রদান ফরজ
- হালাল উপার্জন ও ব্যয়ের নির্দেশ
- অপচয় ও লোভ পরিহার

আল্লাহ বলেন–

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۗ

“আল্লাহ সুদ মুছে দেন এবং সদকা বৃদ্ধি করেন”

–সূরা আল-বাকারা,আয়াত:২৭৬

৪.রাজনৈতিক জীবন

ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনাকেও দ্বীন-এর অংশ হিসেবে বিবেচনা করে।ন্যায়,পরামর্শ (শূরা), ও জবাবদিহিতা ইসলামী শাসনের মূল ভিত্তি।

ইসলামী নির্দেশনা:

- শূরা (পরামর্শমূলক শাসনব্যবস্থা)
- ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতা
- আমানতের হেফাজত
- জনগণের অধিকার রক্ষা।

আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“তারা নিজেদের ব্যাপারে পরস্পর পরামর্শ করে”

–সূরা আশ-শূরা,আয়াত: ৩৮

৫.পারিবারিক জীবন ও সম্পর্ক

পরিবার ইসলামী সমাজের মৌলিক একক।ইসলাম বিবাহ, উত্তরাধিকার, আত্মীয়তা ও পারস্পরিক সম্মানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়।

ইসলামী নির্দেশনা:

- বিবাহ ও পারিবারিক বন্ধন রক্ষা
- উত্তরাধিকারের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন
- আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার
- নারী–পুরুষ উভয়ের মর্যাদা রক্ষা।

–রাসূল সাঃ বলেছেন

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি,যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে"

–তিরমিজি,হাদীস:৩৮৯৫

৬.বিজ্ঞান ও জ্ঞান

ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে ইবাদতের সমান মর্যাদা দিয়েছে।জ্ঞান শুধু ধর্মীয় নয়, বরং জাগতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইসলামী নির্দেশনা:

- শিক্ষা অর্জন ফরজ
- গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা উৎসাহিত
- বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত, দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান

–রাসূল সাঃ বলেছেন:

"প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ"

ইবনে মাজাহ,হাদীস:২২৪

আল্লাহ বলেন–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড়ো,তোমার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন"

–সূরা আল-আলাক,আয়াত **১**

ইসলাম এমন একটি দ্বীন,যা মানুষের **আত্মা থেকে সমাজ পর্যন্ত** প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য সৃষ্টি করে।এর শিক্ষার সৌন্দর্য এই যে —

মানুষ যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে,তবুও এই পৃথিবীতে ন্যায়, জ্ঞান, শান্তি ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারে।ইসলাম তাই মানুষকে চিন্তা করতে, প্রশ্ন করতে, শিখতে এবং সত্য অনুসন্ধান করতে উৎসাহ দেয়।

২.৭ ইসলামের সর্বজনীনতা

ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা ভৌগোলিক সীমানার ধর্ম নয়।

রাসূল (সাঃ)কে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি রহমত হিসেবে প্রেরন করেছি"

–সূরা আল-আম্বিয়া,আয়াত: **১০৭**

আরও বলেছেন–

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"বলুন,হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত রাসূল"

— সূরা আল-আরাফ, আয়াত: **১৫৮**

এভাবে ইসলাম মানবতার একতা ঘোষণা করে।এখানে জাতি, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ, ধনী–গরিব,কারও মধ্যে কোনো বিভেদ নেই।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন সে ব্যক্তি,যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বন করে"

— সূরা হুজুরাত, আয়াত: **১৩**

এই আয়াত ইসলামের মানবিকতা ও সমতার সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে।ইসলাম কোনো সীমিত ধর্ম নয়,বরং একটি সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।যার প্রতিটি দিক মানুষকে ভারসাম্য, শান্তি ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে।ইসলামের সৌন্দর্য এখানেই যে, এটি মানবজাতিকে এক আল্লাহর দাসত্বে আবদ্ধ করে,

সব ধরনের অন্যায়, বৈষম্য ও অজ্ঞতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেয়,এবং মানুষকে এক দুনিয়া ও আখিরাত-কেন্দ্রিক সুন্দর জীবনের শিক্ষা দেয়।

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মৌলিক পার্থক্যসমূহ

৩.১ ঈমান ও বিশ্বাসগত পার্থক্য

- **ইসলাম একমাত্র আল্লাহর উপাসনায় বিশ্বাসী**, কোনো শরিক, মূর্তি, প্রতিমা বা অবতার ধারণা গ্রহণ করে না।

- অন্য বহু ধর্মে বহু–ঈশ্বরবাদ, ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, প্রকৃতি–পূজা, আগুন–পূজা, মূর্তি–পূজা বিদ্যমান।
- ইসলাম বলে – স্রষ্টা অদৃশ্য, নিরাকার, অজাত, অনাদি ও অনন্ত।

- অন্যান্য ধর্মে ঈশ্বরকে কখনো মানুষ, কখনো প্রাণী, কখনো প্রকৃতির রূপে কল্পনা করা হয়

৩.২ ইবাদত ও উপাসনার মধ্যে পার্থক্য

- ইসলামে ইবাদত সরাসরি আল্লাহর জন্য; কোনো মাধ্যম, অবতার, বা পুরোহিতের সাহায্য লাগে না।

- বহু ধর্মে উপাসনার জন্য পুরোহিত, পাদ্রি, সাধু, দেবতার মূর্তি বা বিশেষ মাধ্যম প্রয়োজন।
- ইসলামে সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্ব নির্দিষ্ট এবং আল্লাহর নির্দেশিত।

- অন্য ধর্মে উপাসনার পদ্ধতি স্থান–কাল–সংস্কৃতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

৩.৩ ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণের পার্থক্য

- **ইসলামের কুরআন ১৪০০+ বছরেও অক্ষত ও অপরিবর্তিত**
- অন্যান্য বহু ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ, সংযোজন, পরিবর্তন ও সংকলনগত বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে গেছে
- কুরআন মুখস্থ সংরক্ষণ হাফিজদের মাধ্যমে আজও বিদ্যমান, যা অন্য ধর্মে নেই।

৩.৪ জীবনব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য

- ইসলাম কেবল ধর্ম নয় — এটি **পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান** (রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, অর্থনীতি সব কিছুর দিকনির্দেশনা দেয়)

- অধিকাংশ ধর্ম কেবল আধ্যাত্মিকতা বা উপাসনাতে সীমাবদ্ধ, জীবন পরিচালনার পূর্ণ নীতিমালা দেয় না।
- ইসলামে হালাল-হারাম, লেনদেন, বিচারব্যবস্থা পর্যন্ত নির্ধারিত।

৩.৫ মানবমূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে পার্থক্য

- ইসলামে শ্রেষ্ঠত্ব **বংশ, সম্পদ, শ্রেণী, সৌন্দর্য বা ক্ষমতায় নয় — তাকওয়ায়**

- বহু ধর্মে শ্রেণী বিভাজন, বর্ণপ্রথা, জাতপাত, জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান।
- ইসলামে সবাই সমান, শুধু তাকওয়া দিয়ে মর্যাদা নির্ধারিত।

৩.৬ নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কিত পার্থক্য

- ইসলাম নারীকে **সম্মান, উত্তরাধিকার, সম্পদের মালিকানা, মতামতের অধিকার দিয়েছে**

- অনেক ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নারীকে ভোগ্যপণ্য, অপবিত্র বা পুরুষের অধীন বিবেচনা করা হয়েছে
- ইসলাম কন্যা সন্তানের মর্যাদা উন্নত করেছে

৩.৭ স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের পার্থক্য

- ইসলামে বান্দা সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইতে পারে, কোনো মধ্যস্থতা নেই

- বহু ধর্মে দেবতা-মানুষ-স্রষ্টার মাঝে মধ্যস্ততার প্রয়োজন হয়
- ইসলামে আল্লাহ বান্দার খুব নিকটে

৩.৮ পাপ–মোচন ও ক্ষমা ধারণার পার্থক্য

- ইসলামে **প্রত্যেকে নিজের পাপের জন্য দায়ী**, কেউ কারো পাপ বহন করবে না
- অন্য কিছু ধর্মে "কারো আত্মত্যাগ বা মৃত্যু অন্যের পাপ মুছে দিতে পারে" এমন বিশ্বাস আছে
- ইসলামে পাপ ক্ষমার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে তাওবা যথেষ্ট

৩.৯ সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবনের উদ্দেশ্যে পার্থক্য

- ইসলামে জীবনের উদ্দেশ্য **আল্লাহর ইবাদত ও খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন**
- অনেক ধর্মে জীবনকে কেবল ভোগ, জাগতিক মুক্তি, পুনর্জন্ম বা নির্বাণ লাভই উদ্দেশ্য ধরা হয়

৩.১০ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নীতির পার্থক্য

- ইসলামে ন্যায়, ইনসাফ, পরামর্শ (শূরা), জবাবদিহিতা বাধ্যতামূলক।
- অন্যান্য ধর্মে রাষ্ট্র পরিচালনার সুনির্দিষ্ট ও সর্বযুগ উপযোগী কাঠামো নেই।
- ইসলামে শাসকও আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

৩.১১ সম্পদ বন্টন ও অর্থনৈতিক দর্শনে পার্থক্য

- ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করেছে, যাকাত বাধ্যতামূলক।
- অন্য ধর্মে সুদের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সর্বত্র নেই
- ইসলামী অর্থব্যবস্থা দয়া, ইনসাফ ও দারিদ্র্য দূরীকরণমুখী।

৩.১২ পরকাল বিশ্বাসের পার্থক্য

- ইসলামে স্পষ্ট **জান্নাত–জাহান্নাম, কবরের জীবন, কিয়ামত, হিসাব, আমলনামা** বিশ্বাস রয়েছে।

- অনেক ধর্মে পুনর্জন্ম, আত্মার বিবর্তন, নির্বাণ, বা অস্পষ্ট পরকাল ধারণা বিদ্যমান।

- ইসলামে নৈতিকতার উৎস **আল্লাহর নির্দেশ**।

- অন্যান্য ধর্ম/দর্শনে নৈতিকতা সমাজ, দর্শন বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের উপর নির্ভরশীল

৩.১৩ ধর্ম প্রচারের নীতিতে পার্থক্য

- ইসলাম জোর-জবরদস্তি নিষিদ্ধ করেছে।

- ইতিহাসে বহু ধর্ম রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রচারিত হয়েছে
- ইসলাম যুক্তি, চরিত্র ও দাওয়াতের মাধ্যমে আহ্বান জানায়

৩.১৪ পরিবর্তনশীলতা ও চিরন্তনতার পার্থক্য

- ইসলাম **কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় জীবনব্যবস্থা**।

- বহু ধর্ম সময়, স্থান, শাসক, সংস্কৃতি অনুযায়ী বারবার পরিবর্তিত হয়েছে

চতুর্থ অধ্যায়: তাওহীদের সৌন্দর্য

৪.১ তাওহীদের সংজ্ঞা ও ভিত্তি

ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে **তাওহীদ**, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার একত্বে বিশ্বাস। "তাওহীদ" শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ "وَحَّدَ" (ওয়াহহাদা) থেকে, যার অর্থ "এক করা" বা "একত্ব স্বীকার করা"। ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদ মানে হলো– **আল্লাহ তায়ালার সত্তা, গুণাবলি, কর্ম ও উপাসনায় একত্ব স্বীকার করা**, অর্থাৎ বিশ্বাস করা যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, তিনিই সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ বলেন:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ

"বলুন, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি, আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

–সূরা আল-ইখলাস, আয়াত:১–৪

এই আয়াত ইসলামের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে আল্লাহর একত্ব, চিরন্তনতা, এবং অতুলনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে তাওহীদ কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে-নৈতিকতা, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুর মূল ভিত্তি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন:

"যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

অতএব, তাওহীদ কেবল একটি তাত্ত্বিক বিশ্বাস নয়, বরং এটি মানুষের মুক্তি, নৈতিকতা ও জীবনের প্রতিটি কাজের কেন্দ্র।

৪.২ আল্লাহর একত্বের দার্শনিক তাৎপর্য

তাওহীদের দার্শনিক সৌন্দর্য এমন এক ধারণা, যা কেবল ধর্মীয় নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক।

ইসলাম শেখায় - বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু এক মহান সত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং প্রতিটি সৃষ্টির অস্তিত্বের উদ্দেশ্য আছে।

আল্লাহ বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সব কিছু খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।"

–সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১৬

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক ও জ্ঞাননির্ভর।ইসলাম এখানে এক ধরনের যুক্তিবাদী একেশ্বরবাদ উপস্থাপন করে, যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব বুদ্ধি ও দর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তাওহীদ মানুষকে একক সত্য এর ধারণা দেয়।এই বিশ্বাস মানুষকে বিভ্রান্তির মায়া জাল থেকে মুক্ত করে এবং এক চূড়ান্ত নৈতিক কেন্দ্র দেয়।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেছেন–

"যে তাওহীদ বুঝতে পারে, সে জানে – এই মহাবিশ্বে আল্লাহ ব্যতীত কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। বাকি সবই তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ।"

তাওহীদ শেখায়, আল্লাহই মহাবিশ্বের একমাত্র উৎস ও লক্ষ্য।অর্থাৎ— সবকিছুর শুরু আল্লাহর কাছ থেকে, এবং সবকিছুই তাঁর দিকে ফিরে যাবে।

কুরআনে বলা হয়েছে–

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চয়ই তাঁরই দিকে ফিরে যাব।"
–সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৬

৪.৩ বহুদেববাদ ও তাওহীদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

মানব ইতিহাসে অধিকাংশ ধর্মই কোনো না কোনোভাবে বহুদেববাদ বা মূর্তিপূজার সঙ্গে যুক্ত ছিল।তাওহীদ এসেছে এই অন্ধকার যুগকে আলোকিত করতে।
মানব ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্মে "দেবতা" বা "শক্তি"–এর ধারণা ছিল বহু রকম।
হিন্দু, গ্রিক, মিশরীয়, রোমান, এমনকি প্রাচীন আরবের মধ্যেও বহু দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল।ইসলাম সেই বিভক্ত বিশ্বাসব্যবস্থার পরিবর্তে নিয়ে আসে এক মহান সত্য– **তাওহীদ**, অর্থাৎ আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস।
তাওহীদ ও বহুদেববাদের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো নিচে পয়েন্ট আকারে দেওয়া হলো —

১.সৃষ্টিকর্তার ধারণা

- **বহুদেববাদে:** একাধিক দেবতা থাকে, প্রত্যেকে আলাদা কাজ বা শক্তির অধিকারী — যেমন কেউ বৃষ্টি আনে, কেউ রোগ নিরাময় করে, কেউ যুদ্ধের দেবতা।
- **তাওহীদে:** একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক ও রিজিকদাতা।

  আল্লাহ বলেন:

  "আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

২. উপাসনা ও ইবাদতের লক্ষ্য

- **বহুদেববাদে:** মানুষ বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে উপাসনা করে; কখনও মূর্তি, কখনও প্রকৃতি বা মানুষকে উপাস্য বানায়।
- **তাওহীদে:** ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্য; নামাজ, রোযা, দোয়া, কোরবানি — সব একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

  আল্লাহ বলেন:

  "তোমার প্রতিপালকের জন্য নামাজ আদায় করো এবং কোরবানি দাও।"

৩.নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ

- **বহুদেববাদে:** নৈতিকতার উৎস বিভক্ত, কারণ বিভিন্ন দেবতা বিভিন্ন নিয়ম নির্ধারণ করে। ফলে একটি একক নৈতিক কেন্দ্র থাকে না।
- **তাওহীদে:** নৈতিকতার উৎস একমাত্র আল্লাহ। মানুষ জানে, তাকে এক আল্লাহর কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।

  আল্লাহ বলেন:

  "যে একবিন্দু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে; আর যে একবিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।"

৪.মানসিক ও আত্মিক প্রভাব

- **বহুদেববাদে:** মানুষের মনে ভয়, বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয় — কোন দেবতা সন্তুষ্ট, কে রুষ্ট তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকে।
- **তাওহীদে:** মানুষ এক আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে শান্তি ও নিরাপত্তা পায়।

  আল্লাহ বলেন:

  "যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"

৫.সমাজে সমতা ও ন্যায়

- **বহুদেববাদে:** সমাজে শ্রেণীভেদ ও বৈষম্য তৈরি হয়, কারণ কিছু মানুষকে দেবতার নিকটবর্তী বা 'বিশেষ' বলা হয়।
- **তাওহীদে:** আল্লাহর দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান। বর্ণ, জাতি, ধনসম্পদ — কোনো কিছুর ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

  আল্লাহ বলেন:

  "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে পরহেজগার।"

৬.জবাবদিহিতা ও পরকাল বিশ্বাস

- **বহুদেববাদে:** অনেক সময় পরকাল বা একক বিচার ধারণা অনুপস্থিত বা অস্পষ্ট।
- **তাওহীদে:** আল্লাহর সামনে সবাইকে বিচার দিতে হবে; এটি মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও নৈতিক সচেতনতা জাগায়।

  আল্লাহ বলেন:

  "প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, এবং তোমরা তোমাদের কর্মফলের পূর্ণ প্রতিফল কিয়ামতের দিনে পাবে।"

৭.জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- **বহুদেববাদে:** জীবনের উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্ন — কখনও দেবতাদের সন্তুষ্টি, কখনও পার্থিব লাভ।
- **তাওহীদে:** জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করা।

  আল্লাহ বলেন:

"আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"

৮.মানুষের মর্যাদা

- **বহুদেববাদে:** মানুষ অনেক সময় দেবতার ভয়ে হীনমন্য হয়ে পড়ে, নিজের স্বাধীন চিন্তা হারায়।
- **তাওহীদে:** মানুষ জানে, সে আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা), এবং তাকে দায়িত্বপূর্ণভাবে পৃথিবী পরিচালনা করতে হবে।

  আল্লাহ বলেন:

  "আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি (খলিফা) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।"

৯.সামাজিক প্রভাব ও সভ্যতা গঠন

- **বহুদেববাদী সমাজে:** ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা, আইন বিচ্ছিন্ন ও মানবনির্ভর।
- **তাওহীদভিত্তিক সমাজে:** ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ও ন্যায় এক সূত্রে গাঁথা — সবই আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

  আল্লাহ বলেন:

  "যে আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার করে না, সে জালেম।"

১০.আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য

- **বহুদেববাদে:** মানুষ নানা দেবতার ভয় ও লোভে বিভ্রান্ত থাকে।
- **তাওহীদে:** মানুষ এক আল্লাহর ভালোবাসা ও রহমতের ছায়ায় প্রশান্ত হয়।

  আল্লাহ বলেন:

  "নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণে অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।"

এইভাবে দেখা যায়— তাওহীদ এমন এক দার্শনিক ও বাস্তব ধারণা যা মানুষের **মুক্তি, ন্যায়, সমতা ও শান্তির** ভিত্তি স্থাপন করে।অন্যদিকে বহুদেববাদ মানুষের মাঝে **ভয়, বিভ্রান্তি ও বৈষম্য** সৃষ্টি করে।

৪.৪ অন্যান্য ধর্মের সাথে তাওহীদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তাওহীদ ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি।

এই বিশ্বাস বলে — **"আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই"** — অর্থাৎ, সৃষ্টির মালিক, নিয়ন্ত্রক ও উপাসনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ।

অন্যদিকে,অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে একাধিক দেবতা বা শক্তির অস্তিত্বে।

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ধর্মব্যবস্থায় এই বহুদেববাদই ছিল মূল কাঠামো।

নিচে বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টান্ত ও তাওহীদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

১.প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও ইসলাম

- **হিন্দুধর্মে:** অসংখ্য দেবতা রয়েছে — ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা), বিষ্ণু (পালনকর্তা), শিব (সংহারক), লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি।
  সাধারণ মানুষ অনেক সময় নিজের পছন্দের দেবতাকে পূজা করে, যার ফলে বহুদেববাদ ও মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়।
- **ইসলামে:** আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই।
  আল্লাহ বলেন:
  "বল, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেননি এবং জন্মগ্রহণও করেননি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

- **তুলনা:**
  হিন্দুধর্মে দেবতার বৈচিত্র্য মানসিক বিভাজন আনে, আর ইসলামে এক আল্লাহর বিশ্বাস মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে।

২. খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম

- **খ্রিষ্টধর্মে:** "Trinity" বা তিন ঈশ্বরতত্ত্ব — ঈশ্বর, যিশু খ্রিষ্ট (ঈশ্বরের পুত্র), ও পবিত্র আত্মা।খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের অংশ, ফলে একত্ব নষ্ট হয়।
- **ইসলামে:** তাওহীদ স্পষ্টভাবে বলে, আল্লাহর কোনো সন্তান বা অংশীদার নেই।
  আল্লাহ বলেন:
  "তারা বলে, রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন — তারা এক গুরুতর কথা বলেছে।"

  আরও বলেন:
  "নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়েছে যারা বলে, আল্লাহ তিনজনের তৃতীয়।"
  –সূরা আল মায়িদা, আয়াত:৩

- **তুলনা:**

  খ্রিষ্টধর্মে ঈশ্বরের ধারণা আধ্যাত্মিকভাবে বিভক্ত, আর ইসলামে আল্লাহর একত্ব সর্বাত্মক — এতে কোনো বিভ্রান্তি নেই।

৩.প্রাচীন গ্রিক ও রোমান ধর্ম বনাম ইসলাম

- **গ্রিক ধর্মে:** জিউস, পোসেইডন, এথেনা, অ্যাপোলো — প্রত্যেকে একেকটি প্রাকৃতিক বা মানবীয় শক্তির প্রতীক।

  এদের মধ্যে ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা, এমনকি যুদ্ধও ছিল।
- **রোমান ধর্মেও:** জুপিটার, মার্স, ভেনাস ইত্যাদি দেবতা একইভাবে পূজিত হতো।
- **ইসলামে:** আল্লাহর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই; তিনি সকল সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক।

  আল্লাহ বলেন:

  "তোমার প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন; তিনি সমস্ত বিষয় পরিচালনা করেন।"

  –সূরা ইউনুস, আয়াত ৩
- **তুলনা:**

  গ্রিক ও রোমান বহুদেববাদ মানবীয় দুর্বলতাকে দেবতার রূপ দিয়েছে;

  তাওহীদ মানবজাতিকে শেখায় — ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, নিখুঁত ও মানবের মতো নয়।
- **৪.প্রাচীন আরবের ধর্ম ও ইসলাম**

- **ইসলাম আগের যুগে (জাহেলী যুগ):** কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল।

  তারা আল্লাহকে মানত, কিন্তু তাঁর সঙ্গে শাফা'আতকারী দেবতা বা মূর্তিকে শরিক করত।
- **ইসলাম এসে ঘোষণা করল:**

  "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ডাকো, তারা কোনো কিছুরও মালিক নয়। তারা নিজেরাও জানে না কিয়ামত কবে আসবে।"

  –সূরা আন-নাহল, আয়াত ২০–২১

  আর নবী রাসূল (সাঃ)বলেন,

  "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

তুলনা:

প্রাচীন আরবরা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও তাঁকে একমাত্র উপাস্য বানায়নি।ইসলাম সেই বিভ্রান্ত বিশ্বাসকে শুদ্ধ করে একক তাওহীদের পথে ফিরিয়ে আনে।

৫.বৌদ্ধ ধর্ম ও ইসলাম

- **বৌদ্ধধর্মে:** ঈশ্বর ধারণা নেই, বরং আধ্যাত্মিক জাগরণ ও আত্ম-উপলব্ধির উপর জোর দেওয়া হয়।

  অর্থাৎ, এখানে "নাস্তিক্যবাদ" বা "অজ্ঞেয়বাদ" প্রবল।

- **ইসলামে:** আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বক্ষমতাশালী। মানুষ নিজের জ্ঞান নয়, বরং আল্লাহর দিকনির্দেশনার উপর নির্ভরশীল।

  আল্লাহ বলেন:

  "তিনি যাকে চান, তাকে সোজা পথের দিকে পরিচালিত করেন।"

  –সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২১৩

- **তুলনা:**

  বৌদ্ধধর্মে আত্ম-উদ্ধার নিজের প্রচেষ্টায়, কিন্তু ইসলামে মুক্তি আল্লাহর ইচ্ছা ও রহমতের মাধ্যমে।

৬.মূর্তিপূজা বনাম বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা

- **বহুদেববাদে:** মূর্তিপূজা প্রচলিত — মানুষ দৃশ্যমান প্রতীককে উপাসনা করে।
- **তাওহীদে:** আল্লাহ দৃশ্যমান নন, তিনি অনন্ত ও সীমাহীন।

  আল্লাহ বলেন:

  "চোখ তাঁকে দেখতে পারে না, কিন্তু তিনি চোখকে দেখেন।"

  –সূরা আল-আনআম, আয়াত ১০৩

- **তুলনা:**

  মূর্তিপূজা মানুষকে বস্তুবাদী করে তোলে, কিন্তু তাওহীদ আত্মাকে মুক্ত করে আধ্যাত্মিক উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।

১০.তাওহীদের সার্বজনীন সৌন্দর্য

তাওহীদ শুধু ধর্মীয় নয়, বরং সামাজিক ও দার্শনিক একতা আনে।এটি মানুষের চিন্তা, নৈতিকতা, সমাজ, অর্থনীতি — সবকিছু এক দিকেই পরিচালিত করে।

৪.৫ তাওহীদ মানবজীবনে যে স্বাধীনতা আনে

তাওহীদ মানুষের আত্মিক ও সামাজিক মুক্তির উৎস।যে ব্যক্তি সত্যিকারের তাওহীদে বিশ্বাস করে, সে আর কোনো শক্তির কাছে মাথা নত করে না।

১. আত্মিক মুক্তি:

তাওহীদ শেখায় — আল্লাহ ছাড়া কারও হাতে ক্ষমতা নেই।

এ বিশ্বাস মানুষকে মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে।

আল্লাহ বলেন:

"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"

–**সূরা আত-তালাক, আয়াত ৩**

২. **ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি:**

তাওহীদ মানুষকে বলে, সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে।ফলে ভয়, উদ্বেগ ও হতাশা দূর হয়।

৩. **সমাজে সমতা:**

তাওহীদ শেখায় — আল্লাহর কাছে সব মানুষ সমান।জাতি, বর্ণ, শ্রেণী বা সম্পদ— কোনো কিছুর ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে পরহেজগার।"

–**সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩**

৪. **মানবমুক্তি:**

তাওহীদের মানুষ কারও দাস নয়, কেবল আল্লাহর দাস।এটি মানুষের চিন্তা, স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৪.৬ কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাওহীদের প্রভাব

তাওহীদের প্রভাব মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রবাহিত হয়।ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

১.ব্যক্তিগত জীবন

তাওহীদ মানুষকে **আত্মনিয়ন্ত্রণ, পরহেজগারিতা, ও ঈমানের দৃঢ়তা** দেয়।

সে জানে— আল্লাহ দেখছেন, তাই সে প্রতিটি কাজে সততা বজায় রাখে।

রাসূল (সাঃ)বলেছেন:

"যে গোপনে আল্লাহকে ভয় করে, সে জান্নাতবাসী।"

২.সামাজিক জীবন

তাওহীদভিত্তিক সমাজে মানুষ একে অপরের ভাই।এখানে জুলুম, বর্ণবাদ, শ্রেণীবৈষম্য নেই।

কুরআনে বলা হয়েছে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"

–**সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১০**

৩.রাজনৈতিক জীবন

তাওহীদভিত্তিক রাজনীতি মানুষকে শেখায় যে, **সার্বভৌমত্ব আল্লাহর**, মানুষের নয়।অতএব, রাষ্ট্র পরিচালনা হতে হবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী।

আল্লাহ বলেন:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, সে জালেম।"

–**সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৪৫**

৪.অর্থনৈতিক জীবন

তাওহীদ অর্থনীতিতে ন্যায় ও ভারসাম্য শেখায়।সুদ নিষিদ্ধ, কারণ এটি অন্যায়ের প্রতীক।যাকাত ও সদকা প্রবর্তন করা হয়েছে, যাতে ধনীদের সম্পদ সমাজে বণ্টিত হয়।

আল্লাহ বলেন:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও; তোমরা নিজেদের জন্য যা অগ্রে পাঠাবে, আল্লাহর কাছে তা পাবে।"

–**সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১১০**

৪.৭ তাওহীদের সৌন্দর্য

তাওহীদ ইসলামের হৃদয়, ইসলামী সৌন্দর্যের মূল।এটি মানুষকে মুক্ত করে মিথ্যা দেবতার দাসত্ব থেকে এবং শেখায় এক আল্লাহর ইবাদত।তাওহীদই ন্যায়বিচার, মানবতা, জ্ঞান, দয়া, ও সমতার উৎস।

তাওহীদ মানুষকে শেখায় —

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

"কেবল আল্লাহর ইবাদত করো, আর আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করো না।"

–**সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৫১**

এভাবে তাওহীদ মানুষকে দেয় চূড়ান্ত মুক্তি ও শান্তি,যা অন্য কোনো ধর্মে এত পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না।

পঞ্চম অধ্যায় : ন্যায়বিচার ও সমতার সৌন্দর্য

৫.১ ইসলামে ন্যায়বিচারের ধারণা

ইসলাম ধর্ম শুধু ইবাদত বা উপাসনার ধর্ম নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর প্রতিটি দিক মানবজীবনের ভারসাম্য, নৈতিকতা ও ন্যায়বোধের উপর ভিত্তি করে। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে এমন এক ন্যায়নিষ্ঠ পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে মানুষ সমান অধিকার ও মর্যাদায় জীবনযাপন করতে পারে।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন যে, তোমরা আমানত তাদের কাছে পৌঁছে দাও, যারা এর হকদার, এবং যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে।"

–**সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৮**

এই আয়াতটি ইসলামী সমাজে ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতি স্থাপন করে। ইসলাম শেখায়, ন্যায় প্রতিষ্ঠা কেবল আদালতে নয়, বরং পরিবার, ব্যবসা, রাজনীতি ও সমাজের প্রতিটি স্তরে হতে হবে।

১. ন্যায়বিচারের অর্থ ও সংজ্ঞা

আরবি ভাষায় "আদল" (العدل) শব্দের অর্থ হলো ভারসাম্য, সমতা ও সঠিক মাপ বজায় রাখা। ইসলামে ন্যায় মানে হলো এমন আচরণ করা, যাতে কারো অধিকার নষ্ট না হয় এবং প্রত্যেকে তার প্রাপ্য পায়।

আল্লাহ বলেন –

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচারের নির্দেশ দেন।"

–**সূরা আন-নাহল, আয়াত ৯০**

এই আয়াতটি প্রতিটি জুমার খুতবায় পাঠ করা হয়, কারণ এটি ইসলামী সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে নির্দেশ করে।

২. ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতি

ইসলামে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার তিনটি মৌলিক নীতি আছে:

ক.**মানব সমতার স্বীকৃতি:**

সব মানুষ আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান।

আল্লাহ বলেন:

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে,তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সর্বাধিক পরহেজগার।"

–**সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩**

খ.**দলীয় বা পারিবারিক পক্ষপাতের নিষেধ:**

ইসলাম শেখায়, আত্মীয়, জাতি, বা শ্রেণীর কারণে কাউকে অন্যায় সুবিধা দেওয়া হারাম।

আল্লাহ বলেন:

۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর জন্য দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকো, যদিও তা তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার কিংবা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হয়।"

–**সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৩৫**

গ.**আল্লাহভীতি ও জবাবদিহিতা:**

ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ প্রেরণা হলো আল্লাহভীতি। কারণ ইসলামে প্রত্যেক বিচারক, নেতা বা সাধারণ মানুষকে কিয়ামতের দিন জবাব দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

"বিচারক তিন প্রকার। একজন জান্নাতবাসী, আর দুইজন জাহান্নামী। যে বিচারক সত্য জেনে ন্যায়বিচার করে, সে জান্নাতে যাবে।"

৩. ইসলামী ইতিহাসে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব

ইসলামী সমাজের প্রথম যুগেই ন্যায়বিচারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।খলিফা উমর (রাঃ) একবার তাঁর নিজের ছেলেকে একই অপরাধে অন্যদের মতোই শাস্তি দিয়েছিলেন। কারণ, ইসলামী রাষ্ট্রে আইন সবার জন্য সমান।

তিনি বলেছিলেন,

"উমর যদি অন্যায় করে, আল্লাহর শপথ! তাঁর মাথা কেটে দেবে সেই মুসলমান, যে সত্য কথা বলে।"

এটা প্রমাণ করে, ইসলামে শাসক বা প্রজা — কারো জন্যই অন্যায় অনুমোদিত নয়।

৪. ন্যায়বিচারের দার্শনিক তাৎপর্য

ন্যায়বিচার কেবল সামাজিক প্রক্রিয়া নয়; এটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভারসাম্যের প্রতীক।যে সমাজে ন্যায় নেই, সেখানে শান্তি টেকে না।তাওহীদের মতোই, ন্যায়বিচারও ইসলামী বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কারণ আল্লাহ নিজেই "আল-আদল" — অর্থাৎ পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণ।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্যায় করেন না, কিন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি অন্যায় করে।"

–**সূরা ইউনুস, আয়াত: ৪৪**

এই ধারণা মানুষকে শেখায় যে, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা মানে আল্লাহর গুণের প্রতিফলন ঘটানো।

৫.২ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার

ইসলামী সমাজব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হলো সর্বস্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম ধর্ম শুধু ইবাদতের নিয়ম শেখায়নি, বরং এমন এক জীবনবিধান দিয়েছে যেখানে ন্যায়বিচার সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রতিটি দিকের সঙ্গে সংযুক্ত।

১.সামাজিক ন্যায়বিচার

ইসলাম সমাজে শ্রেণীবিভেদ ও জাতিভেদ দূর করে মানবসমতা প্রতিষ্ঠা করেছে।জাহেলী যুগে ধনী ও প্রভাবশালীরা গরিবদের অধিকার লঙ্ঘন করত, কিন্তু ইসলাম এসে ঘোষণা দিল—

আল্লাহ বলেন –

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"

–সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৮

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

"তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তা তার ভাইয়ের জন্যও ভালোবাসে।"

ইসলামে সামাজিক ন্যায় মানে হলো এমন সমাজ, যেখানে ধনী–গরিব, নারী–পুরুষ, শাসক–প্রজা — সবাই সমান মর্যাদাপূর্ণ।

২.অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার

ইসলামী অর্থনীতি মূলত তিনটি ভিত্তির উপর দাঁড়ানো:

সুদ নিষিদ্ধকরণ, **যাকাত ও ইনফাক**, এবং **শ্রম ও সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন।**

ক. **সুদ নিষিদ্ধকরণ:**

সুদকে ইসলাম কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছে, কারণ এটি সমাজে ধনী–গরিব বৈষম্য বাড়ায়।

আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।"

–সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫

খ.**যাকাত ব্যবস্থা:**

যাকাত গরিবের অধিকার, যা ধনী ব্যক্তির সম্পদের একটি অংশ সমাজে ফিরিয়ে দেয়।

আল্লাহ বলেন:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"তাদের সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত অংশ, যা চাওয়া ও বঞ্চিতদের জন্য।"

–সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৯

গ. **শ্রমের মর্যাদা:**

ইসলাম শেখায়, “কাজ করা ইবাদতের সমান।”

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

“যে ব্যক্তি নিজ হাতের পরিশ্রমে উপার্জন করে, সে আল্লাহর প্রিয়।”

–সহীহ বুখারী, হাদীস: ২০৭২

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার তাই ইসলামী সমাজে সমৃদ্ধির অন্যতম শর্ত।

৩. রাজনৈতিক ন্যায়বিচার

ইসলামে রাজনীতি মানে ক্ষমতা নয়, বরং দায়িত্ব ও আমানত।

শাসকের প্রথম দায়িত্ব হলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহ বলেন:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর।”

–সূরা ছোয়াদ, আয়াত ২৬

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–

“নেতা জনগণের রক্ষণাবেক্ষণকারী; সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।”

–সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭১৩৮

রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ইসলামী রাষ্ট্রে এমন ব্যবস্থা তৈরি করে যেখানে শাসকও আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

৪. নারী ও পুরুষের অধিকারভিত্তিক ন্যায়বিচার

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে।

আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“পুরুষের জন্য রয়েছে তার উপার্জনের অধিকার, আর নারীর জন্য রয়েছে তার উপার্জনের অধিকার।”

–সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩২

রাসূলল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:
“তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো; তারা তোমাদের দায়িত্বাধীন।”
–**সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১২১৮**
ইসলাম নারীর সম্মান, উত্তরাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করে সমাজে ভারসাম্য আনে।
৫.ন্যায়বিচারহীন সমাজের পরিণতি
যে সমাজে ন্যায় নেই, সেখানে অরাজকতা, শোষণ ও বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।ইতিহাস সাক্ষী–
যখন কোনো জাতি ন্যায় থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।
আল্লাহ বলেন:

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“যে জাতি অন্যায় করে, আমি তাকে ধ্বংস করি।”
–**সূরা আল-আনআম, আয়াত ৪৫**
ন্যায়বিচার ইসলামের প্রান।এটি শুধু আইন নয়, বরং এক জীবনদর্শন যা প্রতিটি মুসলমানের চিন্তা, আচরণ ও সমাজগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
ইসলাম শেখায় — যে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেই শান্তি, উন্নতি ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

৫.৩ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর আমলে ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)মানব ইতিহাসে ন্যায়বিচারের এমন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যা আজও সব রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য আদর্শ।তাঁর আমলে ন্যায় ছিল শুধু শাসনব্যবস্থার অংশ নয়, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিষ্ঠিত নৈতিক মূল্যবোধ।
১.ব্যক্তিগত জীবনে ন্যায়বোধ
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কখনো আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব বা শ্রেণীভেদ দেখে বিচার করতেন না।তাঁর এক ঘনিষ্ঠ নারী সাহাবিয়া — **ফাতিমা বিনতে মাখজুম**, একবার চুরি করেছিলেন।কিছু সাহাবি প্রস্তাব করলেন যেন শাস্তি হালকা করা হয়, কারণ তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যা।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন —
“আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম।”
–**সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৭৮৮**
এই বক্তব্য ইসলামে ন্যায়ের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত — আইন সবার জন্য সমান।

২.অমুসলিমদের সঙ্গে ন্যায়

ইসলাম কেবল মুসলমানদের জন্য ন্যায়ের শিক্ষা দেয় না; বরং অমুসলিমদের প্রতিও সমান আচরণের নির্দেশ দেয়।

রাসূলল্লাহ (সাঃ) —

"যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিকের প্রতি জুলুম করবে বা তার অধিকার নষ্ট করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে আল্লাহর সামনে অভিযোগ করব।"

–সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৩০৫২

ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম বা জাতিগত পার্থক্যের কারণে কারো প্রতি অবিচার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৩.দাস ও শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়

রাসূল (সাঃ) দাসদের (তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থা) সঙ্গে মানবিক আচরণের নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন —

"তোমরা তোমাদের দাসদের ভাই মনে করো; যা খাবে, তাকেও খাওয়াও; যে পোশাক পরবে, তাকেও পরাও।"

–সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩০

এই বক্তব্য শ্রমিক অধিকার ও মানব মর্যাদার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে।

৪.নারী ও শিশুদের অধিকার

নারীরা জাহেলী যুগে ছিল অবহেলিত; তাদের কোনো উত্তরাধিকার বা সামাজিক মর্যাদা ছিল না।

রাসূল (সাঃ)এসে বলেন —

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।"

–সুনান তিরমিজি, হাদীস: ৩৮৯৫

শিশুদের প্রতিও তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, কিন্তু ন্যায়বিচারে দৃঢ় ছিলেন।

তিনি বলেন —

"যে সন্তানদের মধ্যে অন্যায় পক্ষপাত করবে, আমি তার সাক্ষী হব না।"

–সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৬২৩

ইসলাম শেখায় — ন্যায় শুরু হয় পরিবার থেকে।

৫.রাষ্ট্রীয় বিচার ও আইন

রাসূল (সাঃ) এর শাসনামলে বিচারব্যবস্থা কোরআন ও সুন্নাহর উপর নির্ভরশীল ছিল।তিনি সবসময় সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের বিধান অনুসরণ করতেন।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে আল্লাহ যা দেখিয়েছেন, তা অনুযায়ী বিচার কর।"

–সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০৫

রাসূল (সাঃ) এর বিচারনীতিতে তিনটি মূলনীতি ছিল:

ক. সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায়।

খ.অভিযুক্তের স্বপক্ষে প্রমাণের সুযোগ।

গ.শাস্তিতে সমতা ও দয়া।

একবার একজন ইহুদি ও এক মুসলমানের মধ্যে বিরোধ হলো। প্রমাণের ভিত্তিতে নবী (সাঃ) রায় দেন ইহুদির পক্ষে।

এরপর এই আয়াত নাযিল হয়:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"যারা ন্যায়বিচার করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।"

–সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৪২

ইসলাম ন্যায়কে ধর্মনিরপেক্ষ সীমার বাইরে নিয়ে গিয়ে ঈমানের অংশ করেছে।

৬.আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ন্যায়

রাসূল (সাঃ) যুদ্ধের সময়ও মানবাধিকারের শিক্ষা দিয়েছেন।

তিনি নির্দেশ দেন:

"নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও উপাসনালয়ে অবস্থানকারীদের হত্যা করো না।"

–সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩০১৫

৭.উমর (রাঃ)–এর সময়কার ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত

খলিফা উমর (রাঃ)–এর যুগে মিসরের গভর্নর এক কপটতার কারণে এক কপট মিসরীয়কে বেত্রাঘাত করেন।মিসরীয় ব্যক্তি মদীনা গিয়ে উমরের কাছে অভিযোগ করেন।উমর গভর্নরকে হাজির করে বলেন–

"তুমি মানুষকে কবে থেকে দাস বানালে, অথচ তাদের মায়েরা তো স্বাধীনভাবে জন্ম দিয়েছে?"

ইসলামী রাষ্ট্রে ন্যায় মানে ক্ষমতাশালীদেরও জবাবদিহি করা।

রাসূল (সাঃ)এর জীবন প্রমাণ করে —
ইসলামী ন্যায়বিচার কোনো কাগজে লেখা আদর্শ নয়,বরং এক বাস্তব জীবনব্যবস্থা।
এটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সব পর্যায়ে সমভাবে প্রযোজ্য।

৫.৪ ইসলাম ও আধুনিক মানবাধিকারের তুলনা

ইসলাম মানবাধিকারের ধারণা দিয়েছে **জাতিসংঘের Universal Declaration of Human Rights (UDHR)**–এর শতাব্দী আগে।
কিন্তু ইসলামী মানবাধিকার কেবল আইনগত নয় — এটি নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দায়িত্বের সমন্বয়।

১. জীবনের অধিকার

আল্লাহ বলেন:

"যে ব্যক্তি কোনো প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল; আর যে একজনকে বাঁচায়, সে যেন পুরো মানবজাতিকে বাঁচাল।"

–সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩২

এই আয়াত মানবজীবনের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছে।
UDHR–এর ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে — "Everyone has the right to life."
ইসলাম তা ১৪০০ বছর আগেই ঘোষণা করেছে।

২.ধর্মীয় স্বাধীনতা

আল্লাহ বলেন:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।"

–সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৬

ইসলাম মানুষের ধর্ম বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
আজকের মানবাধিকারে "freedom of religion"–এর মূল ধারণা এখান থেকেই উদ্ভূত।

৩.সম্পত্তির অধিকার

আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"

–**সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৯**

ইসলাম অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

৪.নারী ও শিশুর অধিকার

আল্লাহ বলেন:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"তোমাদের নারীদের প্রতি তোমাদের দায়িত্ব আছে, যেমন তাদেরও তোমাদের প্রতি আছে।"

–**সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২৮**

রাসূল (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের যত্ন নেয়, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।"

–**সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৩১**

ইসলামী মানবাধিকারে নারী কেবল ভোগের বস্তু নয়, বরং সমাজগঠনের সমান অংশীদার।

৫.বিচার ও আইনের সামনে সমতা

রাসূল (সাঃ) বলেন —

"তোমাদের আগে যে জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে, তা হয়েছে এজন্য যে, তারা অভিজাতদের অপরাধ ক্ষমা করত, কিন্তু দুর্বলদের শাস্তি দিত।"

–**সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৭৮৮**

ইসলাম ঘোষণা করেছে:

আইনের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান; জাতি, বংশ, ধন বা পদবী কারো বিশেষ সুবিধা দেয় না।

৬.রাজনৈতিক অধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণ

আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“তাদের কাজ পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।”

–সূরা আশ-শূরা, আয়াত ৩৮

ইসলাম “শূরা” বা পরামর্শমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের মতামতের গুরুত্ব দিয়েছে, যা আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি।

৭.মতপ্রকাশ ও ন্যায্য প্রতিবাদের অধিকার

রাসূল (সাঃ) বলেন:

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের মুখে সত্য কথা বলা।”

–সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৪৩৪৪

ইসলাম মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ন্যায়ের আওতায় এনেছে।

তবে সেটি যেন অশান্তি বা মিথ্যার পথে না যায়।

৮.অন্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার

রাসূল (সাঃ) এর মদীনা সনদে বলা হয়,

“ইহুদি ও মুসলমান — উভয়ে মদীনার নাগরিক, তাদের অধিকার সমান।”

ইসলাম বহু ধর্মীয় সমাজে সহাবস্থানের বাস্তব মডেল দিয়েছে, যা আজও বিশ্বে অনন্য।

৯.ইসলাম ও আধুনিক মানবাধিকারের পার্থক্য

ইসলাম ও আধুনিক মানবাধিকারের মধ্যে উদ্দেশ্য এক–মানবমর্যাদা রক্ষা ;কিন্তু উৎস,ভিত্তি,দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োগে তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

১. উৎসের পার্থক্য:

- আধুনিক মানবাধিকার মানুষ কর্তৃক রচিত সংবিধান ও আইন দ্বারা নির্ধারিত।
- ইসলামী মানবাধিকার আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কুরআন ও সুন্নাহ থেকে।অর্থাৎ,এটি দিব্য উৎসভিত্তিক ও অপরিবর্তনীয়।

২.ভিত্তির পার্থক্য:

- আধুনিক মানবাধিকার গঠিত ব্যক্তিস্বাধিনতা ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী।
- ইসলামী মানবাধিকার ভিত্তি করে ন্যায়,তাকওয়া ও আলাহভীতি–র উপর।

৩. উদ্দেশ্যের পার্থক্য:

- আধুনিক মানবাধিকারের লক্ষ্য হলো পার্থিব সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় স্থিতি।
- ইসলামী মানবাধিকারের লক্ষ্যে পার্থিব ন্যায়বিচার ও পরকালীন মুক্তি উভয়ই।

৪.সীমার পার্থক্য:

- আধুনিক মানবাধিকার মানুষের তৈরি,তাই তা সময়,সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে পরিবর্তনশীল।

- ইসলামী মানবাধিকার আল্লাহর নির্দেশে নির্ধারিত,তাই এটি চিরন্তন,স্থির ও সর্বজনীন।

৫.দায়িত্বের পার্থক্য:

- আধুনিক মানবাধিকার কেবল অধিকারের দাবি শেখায়।
- ইসলামী মানবাধিকার মানুষেকে অধিকার ও দায়িত্ব দুটিই পালনের শিক্ষা দেয়।

৬. নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য:

- আধুনিক মানবাধিকারে নৈতিকতা ব্যক্তিগত বিষয় ;রাষ্ট্রের দায়িত্ব সীমিত।
- ইসলামে ন্যায় ও নৈতিকতা অবিচ্ছেদ্য ;আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কোনো অধিকার পূর্ণ হয় না।

৭.সামাজিক উদ্দেশ্যের পার্থক্য:

- আধুনিক মানবাধিকার ব্যক্তি–কেন্দ্রিক,সমাজের নৈতিক কাঠামোকে গুরুত্ব দেয় না।
- ইসলামী মানবাধিকার ব্যক্তি ও সমাজ–উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

৮. চূড়ান্ত বিচারকের পার্থক্য:

- আধুনিক মানবাধিকারে বিচার হয় কোর্ট বা রাষ্ট্রীয় আইনে।
- ইসলামে চূড়ান্ত বিচারক আল্লাহ, এবং প্রতিটি কাজের হিসাব হবে কিয়ামতের ময়দানে।

ইসলাম মানবাধিকারকে শুধু দার্শনিক বা রাজনৈতিক কাঠামো নয়, বরং আধ্যাত্মিক দায়িত্ব হিসেবে উপস্থাপন করে।এ কারণেই ইসলামী মানবাধিকার অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার তুলনায় অধিক বাস্তব, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক।

ইসলামী মানবাধিকার মানুষকে শুধু দাবি করতে শেখায় না, বরং দায়িত্ব পালনেও বাধ্য করে।

১০. ইসলামী ন্যায়বিচারের সার্বজনীন সৌন্দর্য

ইসলাম ন্যায়বিচারকে কেবল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা হিসেবে দেখেনি, বরং মানব সভ্যতার নৈতিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।যেখানে আইন ও নৈতিকতা একসাথে চলে, সেখানে স্থায়ী শান্তি সম্ভব।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সৎকর্মের আদেশ দেন।”

–সূরা আন-নাহল, আয়াত ৯০

ইসলামের ন্যায়বিচার একদিকে মানবতার পরম আদর্শ, অন্যদিকে এটি আল্লাহর গুণের প্রতিফলন।

যেখানে ইসলাম ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, সেখানে শান্তি, ঐক্য ও মানবমর্যাদা প্রস্ফুটিত হয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন —

“ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে, যেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না।”

–সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৩১

সুতরাং ইসলাম ন্যায়বিচারকে শুধু আইন নয়, বরং আল্লাহর ইবাদতের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে।ন্যায়-ই ইসলামের সৌন্দর্য যা অন্য সব ধর্মব্যবস্থার উপর এক অনন্য আলোকবর্তিকা।

ষষ্ঠ অধ্যায় : দয়া, করুণা ও মানবতার সৌন্দর্য

৬.১ ইসলাম মানবতার ধর্ম

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা মানুষের প্রতি দয়া, সহানুভূতি ও ন্যায়ের আদর্শ শেখায়। ইসলাম কেবল ধর্মীয় আচার নয়; এটি এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা যা মানবিক সম্পর্ক, সমাজ, অর্থনীতি, নীতি ও নৈতিকতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে।ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান করার শিক্ষা দেয়, সে যে জাতি, বর্ণ, রঙ বা ধর্মেরই হোক না কেন। **আল্লাহ তাআলা বলেন:**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও।”

— সূরা আল-হুজরাত, আয়াত:১৩

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে মানুষের মধ্যে পার্থক্য কেবল পরিচয়ের জন্য, শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে সর্বাধিক তাকওয়াবান ও সৎকর্মশীল।

ইসলাম মানবতাকে সম্মান করার এই শিক্ষা দিয়ে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অনেক এগিয়ে। অন্যান্য ধর্মে মানবিক সম্পর্ক অনেকাংশে ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু ইসলাম বিশ্বজনীন মানবতাকে স্বীকৃতি দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না।"

— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৩১৯

এই হাদীস মানবতার সীমাহীন পরিসর প্রকাশ করে। ইসলাম কেবল মুসলমানদের প্রতি নয়, বরং সব সৃষ্টির প্রতিই দয়ার আদেশ দেয়।

৬.২ রাসূল (সাঃ) এর চরিত্রে দয়ার প্রতিফলন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন মানবতার সর্বোত্তম প্রতিচ্ছবি। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দয়া, করুণা ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

১.শত্রুর প্রতিও ক্ষমা ও দয়া

মক্কা বিজয়ের সময়, যখন কুরাইশরা তাঁর প্রতি অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছে, তখন তিনি তাদের সামনে বিজয়ীর আসনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন:

"আজ তোমাদের জন্য কোনো শাস্তি নেই; তোমরা সবাই মুক্ত।"

—সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪২৮৯

এই আচরণ মানবতার এক অনন্য উদাহরণ। ইতিহাসে এমন উদারতা খুবই বিরল।

২.এতিম, দাস ও দুর্বলদের প্রতি করুণা

রাসূল (সাঃ) সর্বদা সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন।

"যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় হাত বুলায়, আল্লাহ তার জন্য প্রতিটি চুলের বিনিময়ে সওয়াব লিখে দেন।"

—মুসনাদ আহমাদ, হাদীস: ২৩৪৫৬

তিনি দাসদের সঙ্গে কখনো কঠোর আচরণ করেননি, বরং তাঁদেরকে ভাইয়ের মতো সম্মান করতে বলেছেন।

৩.নারীদের প্রতি সহানুভূতি

ইসলাম নারীর মর্যাদা দিয়েছে এমনভাবে, যা ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম।"

—সহীহ তিরমিযী, হাদীস: ৩৮৯৫

রাসূল (সাঃ) কখনো কোনো নারীকে কষ্ট দেননি, বরং তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন।

৪.অমুসলিমদের প্রতিও সহনশীলতা

তিনি বলেছেন —

"যে ব্যক্তি অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অন্যায় করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার পক্ষ নেবেন না।"

—সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৩০৫২

এটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানবাধিকারের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য।

৬.৩ প্রাণী ও পরিবেশের প্রতি ইসলামের দয়া

ইসলাম কেবল মানুষের প্রতিই নয়, বরং প্রাণী, প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমগ্র সৃষ্টির প্রতিও দয়া করতে বলে।

১.প্রাণীর প্রতি দয়া

রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

"এক নারী একটি বিড়ালকে আটকে রেখে না খাওয়ানো ও না ছেড়ে দেওয়ার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।"

—সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৩১৮

অন্যদিকে, এক ব্যক্তি কূপ থেকে পানি তুলে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করালে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

–সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২২৪৪

এ থেকেই বোঝা যায়, ইসলামে প্রতিটি প্রাণীই আল্লাহর সৃষ্ট, তাই তাদের প্রতি দয়া করা ইমানের অংশ।

২.পরিবেশ সংরক্ষণ

ইসলাম বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ রক্ষাকে ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করে।

"যে ব্যক্তি একটি গাছ রোপণ করে, এবং তাতে যে প্রাণী বা মানুষ উপকৃত হয়, তা তার জন্য সদকারূপে গণ্য হয়।"

—সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৩২০

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"কিয়ামত এসে গেলেও যদি তোমার হাতে একটি চারা থাকে, তবে সেটি রোপণ করো।"

—মুসনাদ আহমাদ, হাদীস: ১২৯০২

এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক পরিবেশবাদী চিন্তারও ঊর্ধ্বে।

৬.৪ ইসলাম ও মানবিক সহানুভূতি

১.সমাজে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব

ইসলাম সমাজে পারস্পরিক সহানুভূতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের কষ্টে কষ্ট পায়, আনন্দে আনন্দিত হয়।

২.দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি সহায়তা

ইসলামে যাকাত, সদকা, ইনসাফ, ফিতরা—সবই দয়া ও মানবিকতার অর্থনৈতিক প্রয়োগ।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"তাদের সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"

সূরা আয-যারিয়াত,আয়াত:১৯

এই ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতিকে কেবল আয়ের ভারসাম্য নয়, মানবিক সমতার ভিত্তিতেও শক্তিশালী

৩.অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আচরণ

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না তাদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করতে, যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মের কারণে যুদ্ধ করেনি।"

—সূরা আল-মুমতাহিনা,আয়াত:৮

এই আয়াত প্রমাণ করে ইসলাম এমন ধর্ম নয় যা বিভেদ সৃষ্টি করে; বরং এটি শান্তি ও সহাবস্থানের ধর্ম।

৬.৫ অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ

অন্যান্য ধর্মে করুণা মূলত ধর্মীয় আচার বা নৈতিক উপদেশে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ইসলামে করুণা বাস্তব জীবনের অংশ।

- খ্রিস্টধর্মে প্রেম ও ক্ষমার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার প্রয়োগ রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনুপস্থিত।
- হিন্দুধর্মে দয়া কেবল "অহিংসা"-র সীমায় সীমাবদ্ধ; সামাজিক অস্পৃশ্যতা সেখানে মানবতার পরিপন্থী।
- কিন্তু ইসলামে দয়া **আল্লাহর আদেশ**, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে (অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, পরিবার, পরিবেশ) ছড়িয়ে আছে।

ইসলামের দয়া ও মানবতার ধারণা কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং বাস্তব, প্রাত্যহিক ও সর্বজনীন।

মানুষের প্রতি, প্রাণীর প্রতি, এমনকি পরিবেশের প্রতিও করুণা ইসলামের মৌলিক নীতি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন এই দয়ার বাস্তব প্রতিফলন, যার মাধ্যমে মানবজাতি আজও শান্তি ও ন্যায়ের পথে অনুপ্রাণিত হয়।

৬.৬ অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের বিশ্লেষণ

ইসলামের দয়া ও মানবতার ধারণা শুধু ধর্মীয় নয়, বরং এটি মানব সভ্যতার সর্বজনীন নৈতিক ভিত্তি। ইতিহাসে দেখা যায়—অন্য ধর্ম ও সভ্যতাও দয়া ও সহানুভূতির কথা বলেছে, তবে ইসলামের দয়া তার সীমাহীনতা, বাস্তব প্রয়োগ ও ন্যায়নিষ্ঠ ভারসাম্যের কারণে অনন্য।

এখানে দয়ার বিভিন্ন দিক থেকে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো:

১.দয়ার সীমা ও পরিধি

- **অন্যান্য ধর্মে:**
  অধিকাংশ ধর্মে দয়ার শিক্ষা মূলত নিজেদের অনুসারীদের মধ্যেই সীমিত। যেমন—ইহুদিবাদে "বনী ইসরাঈল"-এর প্রতি দয়া ও আনুগত্য বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।আবার হিন্দুধর্মে "অহিংসা" ও দয়ার কথা বলা হলেও তা প্রায়ই জাতিভেদ ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

- **ইসলামে:**
  ইসলাম দয়ার পরিধি বিস্তৃত করেছে সমগ্র মানবজাতি, প্রাণিজগৎ এবং পরিবেশ পর্যন্ত।

  আল্লাহ বলেন:

  "আর আমরা আপনাকে (হে মুহাম্মদ সাঃ) পাঠিয়েছি সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ।"

  — সূরা আল-আম্বিয়া ১০৭

  অর্থাৎ, ইসলামের দয়া কোনো জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী বা প্রাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় — এটি সার্বজনীন।

২. দয়ার অর্থনৈতিক প্রকাশ

- **অন্যান্য সভ্যতায়:**
  প্রাচীন গ্রিক, রোমান বা হিন্দু সভ্যতায় দান বা দয়া ছিল **ঐচ্ছিক বা ব্যক্তিগত**

অনুপ্রেরণা। ধনীরা দান করলে তা তাদের ব্যক্তিগত পুণ্য হিসেবে গণ্য হতো, কিন্তু সমাজে কোনো বাধ্যতামূলক দয়া কাঠামো ছিল না।

- **ইসলামে:**
  ইসলাম দানকে শুধু নৈতিক গুণ নয়, বরং **ধর্মীয় ফরজ** করেছে — যেমন যাকাত, ইনফাক, সদকা, ফিতরা ইত্যাদি।

অর্থাৎ, ইসলাম দয়ার অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করেছে যাতে সমাজে কেউ অনাহারে না থাকে।

৩.সামাজিক সহানুভূতির ধরন

- **অন্য ধর্ম বা সভ্যতায়:**
  সামাজিক সহানুভূতি ছিল মূলত "নৈতিক দায়" হিসেবে দেখা হতো — অর্থাৎ মানুষ চাইলে সহায়তা করবে, না চাইলে নয়।এতে সমাজে দয়ার ভিত্তি স্থায়ী হয়নি, বরং আবেগনির্ভর ছিল।

- **ইসলামে:**
  দয়া সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।
  রাসূল (সাঃ) বলেন:

  "তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য তা-ই কামনা করো যা তুমি নিজের জন্য কামনা করো।"
  —সহীহ বুখারী হাদীা :১৩

এখানে দয়া একটি নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং ঈমানের শর্ত।

৪.দয়ার রাষ্ট্রীয় প্রয়োগ

- **অন্য সভ্যতায়:**

  রাষ্ট্র দয়ার বিষয়ে খুব কম ভূমিকা রাখত। ব্যক্তিগত দান বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সীমিত সহায়তা দিত।

  যেমন: রোমান সাম্রাজ্যে দয়া মূলত পুরোহিত বা রাজকীয় দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

- **ইসলামে:**

  রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দয়ার বাস্তবায়ন হয়েছে।

  বায়তুলমাল (রাষ্ট্রীয় তহবিল) গঠিত হয় যাকাত, খুমুস, ফিৎরা ও অন্যান্য আয়ের মাধ্যমে; এবং তা ব্যয় করা হয় গরিব, এতিম, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত ও সমাজের দুর্বল শ্রেণির জন্য।**খলিফা উমর (রা.)**–এর সময় বৃদ্ধ অমুসলিমদের জন্যও ভাতা চালু হয় — যা ইতিহাসে সর্বপ্রথম মানবিক রাষ্ট্রীয় দয়ার উদাহরণ।

৫.দয়ার উদ্দেশ্য ও দর্শন

- **অন্য ধর্মে:**

  দয়ার উদ্দেশ্য সাধারণত আত্মিক পুণ্য অর্জন বা পুনর্জন্মে ভালো ফল লাভ করা। অর্থাৎ, দয়া ছিল একধরনের আধ্যাত্মিক লেনদেন।

- **ইসলামে:**

  দয়া হলো আল্লাহর গুণের প্রতিফলন, যা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যে নিয়ে যায়।

  রাসূল (সাঃ) বলেন:

  "যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হবে না।"

  —সহীহ মুসলিম,হাদীস:২৩১৮

  অর্থাৎ, দয়া করা মানেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

৬.সর্বজনীন মানবতার দিক

- **অন্য সভ্যতায়:**

  দয়া প্রায়ই ধর্ম, জাতি বা বর্ণভিত্তিক বিভাজনে সীমাবদ্ধ ছিল।যেমন—হিন্দু সমাজে

দয়ার সীমা ছিল বর্ণভেদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিত না।আবার মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্মীয় বিভাজনের কারণে অমুসলিম বা“অবিশ্বাসীদের” প্রতি দয়া সীমিত ছিল।

- **ইসলামে:**
  ইসলাম এই সীমাবদ্ধতা ভেঙে দিয়েছে।
  আল্লাহ বলেন:

  “যে একজন মানুষকে হত্যা করল, সে যেন সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করল; আর যে একজনকে রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করল।”
  —সূরা আল-মায়িদাহ,আয়াত: ৩২

  এই আয়াত স্পষ্ট করে যে, ইসলাম মানবজীবনের মূল্যকে সর্বজনীন করেছে।

ইসলাম দয়ার ধারণাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছে যেখানে এটি শুধু নৈতিক আবেগ নয়, বরং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আত্মিক দায়িত্ব।অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতা যেখানে দয়া দেখিয়েছে সীমিত পর্যায়ে, সেখানে ইসলাম দয়া ও মানবতার শিক্ষা দিয়েছে **সর্বজনীন ন্যায়, অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও সামাজিক সহানুভূতির মাধ্যমে।**

সপ্তম অধ্যায় : জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সৌন্দর্য

৭.১ ইসলাম ও জ্ঞানের আদেশ

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা মানুষের চিন্তা, অনুসন্ধান ও বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে জ্ঞান অর্জনের আদেশ দিয়েছেন এবং জ্ঞানীদের মর্যাদা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক উঁচুতে স্থাপন করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং সমগ্র জীবনব্যবস্থার দিকনির্দেশনা।

১. জ্ঞানের প্রথম নির্দেশ

কুরআনুল কারীমে প্রথম যে ওহি নাজিল হয়, সেটাই ছিল “পড়ো” — জ্ঞানের আহ্বান।
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।”

—সূরা আল-আলাক,আয়াত:১

এই আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের সূচনা হয়েছিল শিক্ষা ও জ্ঞান দিয়ে। কোনো যুদ্ধ, রাজনীতি বা শক্তি নয়, বরং শিক্ষা ছিল ইসলামের প্রথম আহ্বান।

২. জ্ঞানের গুরুত্ব ও আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ

কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

“বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না — তারা কি সমান হতে পারে?”

— সূরা আজ-যুমার,আয়াত:৯

অর্থাৎ, ইসলাম এমন এক সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে যেখানে জ্ঞানীরা সম্মানিত এবং অজ্ঞতা দূরীকরণ একটি সামাজিক দায়িত্ব।

৩. জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন—

“প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।”

— ইবন মাজাহ, হাদীস: ২২৪

এই হাদীস ইসলামে জ্ঞানের অবস্থান স্পষ্ট করে। নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, ছোট-বড় — সকলের জন্যই জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক।

৪. জ্ঞানের দিকনির্দেশনা

ইসলাম কেবল ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহ দেয়নি, বরং পৃথিবী, আকাশ, প্রকৃতি, সমাজ ও বিজ্ঞানের দিকেও মানুষকে চিন্তা করতে উৎসাহ দিয়েছে।

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

“তারা কি উটের দিকে লক্ষ্য করে না—কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?”

–সূরা আল-গাশিয়াহ,আয়াত :১৭

এখানে আল্লাহ মানুষকে কেবল বিশ্বাস করতে নয়, বরং পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার মাধ্যমে বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে বলেছেন।

৭.২ ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানের বিকাশ

ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞানের বিকাশ এক অনন্য অধ্যায়। সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম সমাজ ছিল জ্ঞান, গবেষণা ও দর্শনের আলোকিত কেন্দ্র।

১. ইসলামী জ্ঞানচর্চার সূচনা

খলিফা রাশেদীন যুগেই শিক্ষা ও গবেষণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মসজিদগুলো শুধু নামাজের স্থান নয়, বরং শিক্ষালয়ের কাজও করত। মদিনার মসজিদে নববীতে হালকায়ে দারস (শিক্ষা-চক্র) অনুষ্ঠিত হতো।

২. অনুবাদ আন্দোলন

আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের সময় "বায়তুল হিকমাহ" প্রতিষ্ঠিত হয়।সেখানে গ্রিক, পারস্য ও ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের বই অনুবাদ করা হয়।এভাবেই ইসলামি সভ্যতা প্রাচীন জ্ঞানকে সংরক্ষণ করে ও নতুনভাবে বিকাশ ঘটায়।

৩. মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানের যে বিকাশ ঘটে, তার ফলেই আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি হয়।

- **আল-খওয়ারিজমি:** অ্যালজেব্রার জনক। তাঁর নাম থেকেই "Algorithm" শব্দের উৎপত্তি।
- **ইবনে সিনা (আভিসেনা):** চিকিৎসা ও দর্শনের মহাগুরু, "আল-কানুন ফি আত-তিব্ব" গ্রন্থের রচয়িতা।
- **আল-বিরুনি:** ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও সময় পরিমাপের গবেষক।
- **ইবনে হাইসম (Alhazen):** আলোর প্রতিফলন ও দৃষ্টি-তত্ত্বের জনক।
- **ইবনে খালদুন:** সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসতত্ত্বের পথপ্রদর্শক।

এইসব ব্যক্তিত্ব ইসলামী সভ্যতার মেধা ও গবেষণার উচ্চতা প্রমাণ করে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাঠ্যক্রম

বিশ্বের প্রথম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত **আল-কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয়** (মরক্কো, ৮৫৯ খ্রিঃ) এবং **আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়** (মিসর, ৯৭০ খ্রিঃ) ইসলামী জ্ঞানচর্চার অমূল্য নিদর্শন।

সেখানে কুরআন, হাদীস, আরবি সাহিত্য ছাড়াও গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা ও দর্শন পড়ানো হতো।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"

— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৯৯

৭.৩ আধুনিক বিজ্ঞান ও ইসলামের সম্পর্ক

ইসলাম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক কখনো বিরোধপূর্ণ নয়। বরং ইসলামই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছে পর্যবেক্ষণ, যুক্তি ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

১. কুরআনের বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণা

কুরআনে আল্লাহ বারবার বলেছেন মানুষের প্রতি— পর্যবেক্ষণ করতে, চিন্তা করতে ও গবেষণা করতে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, যাতে তারা চিন্তা করতে পারে কিভাবে পূর্ববর্তীদের পরিণতি হয়েছিল?"

— সূরা ইউসুফ,আয়াত:১০৯

এখানে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে — যা বিজ্ঞানের মৌলিক ভিত্তি।

২. ইসলামী চিন্তায় বিজ্ঞান হলো ইবাদত

ইসলামী দর্শনে গবেষণা ও বিজ্ঞানচর্চা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনার এক প্রকার ইবাদত।

বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্টিশক্তিকে বোঝার পথ।

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ

"তুমি যা কিছু দেখো, তা তোমার প্রতিপালকের নিদর্শন ছাড়া কিছুই নয়।"

— সূরা আয-যারিয়াত ২০-২১

৩. বিজ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যা ও ইসলাম

ইসলাম বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির নিয়ম খোঁজা, কিন্তু আল্লাহর সত্তা বা রহস্যের চূড়ান্ত উপলব্ধি করা নয়।অতএব, ইসলাম বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে, কিন্তু অহংকার ও ঈমানহীন জ্ঞানকে নিরর্থক বলে সতর্ক করেছে।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

"তারা জ্ঞান লাভ করেছে দুনিয়ার জীবনের ব্যাপারে, কিন্তু আখিরাত সম্পর্কে তারা অজ্ঞ।"

— সূরা আর-রূম,আয়াত :৭

৭.৪ কুরআনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

কুরআনে অসংখ্য আয়াতে প্রাকৃতিক জগত, মহাবিশ্ব, সৃষ্টির রহস্য ও মানবজীবনের প্রক্রিয়া নিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১. মহাবিশ্বের সৃষ্টি

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"তারা কি দেখে না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করেছি?"

—সূরা আল-আম্বিয়া,আয়াত:৩০

এই আয়াত আধুনিক "Big Bang Theory"-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ — যা মহাবিশ্বের সূচনাকে বর্ণনা করে।

২. জীবনের উৎপত্তি

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"আমি সমস্ত জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি করেছি পানি থেকে।"

—সূরা আল-আম্বিয়া,আয়াত :৩০

আধুনিক জীববিজ্ঞানের মতে, জীবন উৎপত্তির প্রধান উপাদান পানি — যা কুরআনে ১৪০০ বছর আগেই বলা হয়েছিল।

৩. ভ্রূণের বিকাশ

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র বীর্য থেকে, পরে তাকে রক্তের দলা বানিয়েছি, তারপর তাকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি।"

— সূরা আল-মুমিনূন,আয়াত :১৪

এটি আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের সঙ্গে একদম সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. পাহাড়ের ভূমিকা

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

“আমি পৃথিবীতে স্থির পর্বত স্থাপন করেছি যাতে তা নড়ে না যায়।”

—সূরা আল-আম্বিয়া,আয়াত:৩১

আধুনিক ভূতত্ত্বে বলা হয়, পাহাড়ের মূল অংশ ভূগর্ভে গভীরভাবে প্রোথিত থাকে যা পৃথিবীর পৃষ্ঠকে স্থিতিশীল রাখে।

৫. সমুদ্রের পার্থক্য

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ

“তিনি দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, যা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক প্রতিবন্ধক, তারা সীমালঙ্ঘন করে না।”

— সূরা আর-রহমান,আয়াত: ১৯–২০

আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে, লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির মাঝে একটি অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা থাকে — যাকে বলা হয় “Halocline”।

৭.৫ অন্যান্য ধর্মে জ্ঞানের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি

ইতিহাসের পরিক্রমায় মানবসভ্যতার প্রতিটি ধর্ম ও দর্শন জ্ঞান সম্পর্কে কিছু না কিছু বক্তব্য দিয়েছে। তবে সেই জ্ঞানের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও প্রয়োগে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। নিচে প্রধান ধর্মগুলোর দৃষ্টিতে জ্ঞানের ধারণা বিশ্লেষণ করা হলো—

১. হিন্দুধর্মে জ্ঞানের ধারণা

হিন্দু দর্শনে “বিদ্যা” ও “অবিদ্যা” — এই দুই শব্দে জ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়— বিদ্যা মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, আর অবিদ্যা মানুষকে মোহে আবদ্ধ রাখে।

হিন্দু ধর্মে জ্ঞান মূলত আত্মা, ব্রহ্ম ও পুনর্জন্ম সম্পর্কে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি।

বেদান্ত দর্শন অনুসারে, ব্রহ্মজ্ঞানই সর্বোচ্চ জ্ঞান — যা আত্মাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। তবে এই জ্ঞান প্রধানত আধ্যাত্মিক; সামাজিক, বৈজ্ঞানিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রতি তেমন গুরুত্ব নেই।

তাছাড়া, বর্ণব্যবস্থা ও ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাসের কারণে জ্ঞানের সুযোগ সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এর বিপরীতে ইসলাম বলে, জ্ঞান আল্লাহর দান, যা সবার জন্য উন্মুক্ত — বর্ণ, লিঙ্গ বা শ্রেণি নির্বিশেষে।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন, আর যাকে জ্ঞান দান করা হয়, তাকে অবশ্যই মহান কল্যাণ প্রদান করা হয়।"

— সূরা আল-বাকারা,আয়াত: ২৬৯

২. বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানের ধারণা

বৌদ্ধ দর্শনে "প্রজ্ঞা" হলো আত্মজ্ঞান বা বোধ — যা দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়।

গৌতম বুদ্ধ বলেছেন—

"অন্ধকার দূর করার উপায় হলো জ্ঞানের আলো।"

বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো আত্মশুদ্ধি, লালসা ও মোহ থেকে মুক্তি।এখানে জ্ঞানকে ধ্যান, ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।তবে বৌদ্ধ দর্শনের জ্ঞান প্রধানত আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিনির্ভর — এটি সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায়নি।

বিজ্ঞান বা যুক্তিবিদ্যার চেয়ে এখানে আত্মোপলব্ধি ও নৈতিক চেতনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অন্যদিকে ইসলাম আত্মজ্ঞানকে স্বীকার করলেও সমাজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে সমান গুরুত্ব দিয়েছে।

অর্থাৎ মানুষকে শুধু আত্মজ্ঞান নয়, দুনিয়ার পরিচালনা ও উন্নতির জ্ঞানও অর্জন করতে হবে।

৩. খ্রিষ্টধর্মে জ্ঞানের ধারণা

খ্রিষ্টধর্মে জ্ঞানের মূল উৎস হলো "ঈশ্বরের বাক্য"বাইবেল অনুসারে, জ্ঞান হলো ঈশ্বরের দান, যা মানুষকে ন্যায় ও পাপের পার্থক্য শেখায়।

তবে মধ্যযুগে চার্চের প্রভাবের কারণে জ্ঞানকে ধর্মীয় সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়।

বিজ্ঞানের গবেষণা ও যুক্তিবাদী চিন্তা অনেক সময় ধর্মদ্রোহিতা হিসেবে গণ্য হতো।

যেমন— গ্যালিলিও, কপারনিকাস, ব্রুনো প্রমুখ বিজ্ঞানীরা চার্চের বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন।

এর বিপরীতে ইসলাম বিজ্ঞানের অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করেছে।

ইসলাম বলে— প্রকৃতি ও সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করাই ঈমানের অংশ।

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“তোমরা কি পৃথিবী ও আকাশের দিকে লক্ষ্য করো না?”

— সূরা আলে ইমরান,আয়াত:১৯১

ইসলাম কখনো জ্ঞানকে ধর্মবিরোধী বলে দেখেনি; বরং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করেছে।

৪. ইহুদিবাদে জ্ঞানের ধারণা

ইহুদিবাদে জ্ঞানের উৎস হলো “তাওরাত” — যা মোসার (আ.) মাধ্যমে প্রদত্ত ঐশী বিধান।
ইহুদিরা বিশ্বাস করে, জ্ঞান ঈশ্বরের আদেশ পালনের মাধ্যম।
তবে জ্ঞানের ক্ষেত্র সেখানে ধর্মীয় আইন, বংশপরম্পরা ও গোত্রীয় পরিচয়ে সীমাবদ্ধ ছিল।
অমুসলিম বা অ-ইহুদিদের সঙ্গে জ্ঞান ভাগাভাগি করা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল।
ইসলামে এই সীমাবদ্ধতা ভেঙে দেওয়া হয়।
কুরআন শিক্ষা দেয়— জ্ঞান হলো মানবতার অধিকার।

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

“বলুন, আমার প্রভু আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন জ্ঞান, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে।”

— সূরা আন-নামল ২৭:১৫

৭.৬ ইসলামী জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলামী জ্ঞানচর্চা অন্যান্য ধর্মীয় সভ্যতার তুলনায় অনন্য কয়েকটি দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে—

১. জ্ঞানের উৎস – ওহি ও বুদ্ধি উভয়ই

ইসলামে জ্ঞানের উৎস দুইটি:

ক.ওহি (আল্লাহপ্রদত্ত প্রকাশিত জ্ঞান)

খ.‘আক্ল (মানুষের বুদ্ধি ও বিশ্লেষণক্ষমতা)

এ দুটি একে অপরের পরিপূরক। ইসলাম বলে, মানুষ বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করবে, কিন্তু ওহির নির্দেশনা তার পথনির্দেশক হবে।

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

“তুমি চিন্তা করো, তবে সত্যের সীমা অতিক্রম করো না।”

— সূরা আল-আনআম,আয়াত:১১৬

২. জ্ঞানের লক্ষ্য – আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবকল্যাণ

অন্য ধর্মে জ্ঞানের লক্ষ্য প্রায়ই মুক্তি বা আত্মশুদ্ধি, কিন্তু ইসলামে জ্ঞানের লক্ষ্য দ্বৈত:

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন
- মানবসমাজের কল্যাণ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۖ

"তোমরা মানুষের উপকার করো যেমন আল্লাহ তোমাদের উপকার করেছেন।"

— সূরা আল-কাসাস,আয়াত:৭৭

৩. জ্ঞানের সার্বজনীনতা

ইসলাম জ্ঞানকে কোনো জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গে সীমাবদ্ধ করেনি।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন—

"জ্ঞান অর্জন করো, এমনকি চীন দেশে যেতে হলেও।"

— বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, হাদীস: ১৭৬৩

এই হাদীস দেখায়, ইসলাম ভৌগোলিক সীমা ভেঙে জ্ঞানকে বিশ্বব্যাপী করেছে।

৪. যুক্তি ও প্রমাণের ওপর গুরুত্ব

ইসলাম অন্ধ অনুসরণের বিপক্ষে।

কুরআনে প্রায় ৭৫০ বারের বেশি জায়গায় "তোমরা কি চিন্তা করো না?", "তোমরা কি দেখো না?" — এমন প্রশ্ন এসেছে।

এগুলো মানুষকে যুক্তি ও পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে।

৫. নারী ও শিক্ষার অধিকার

ইসলাম জ্ঞান অর্জনে নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান সুযোগ দিয়েছে।

রাসূল (সাঃ) এর যুগে নারী সাহাবিয়ারা হাদীস, চিকিৎসা, সাহিত্য ও সমাজব্যবস্থায় সক্রিয় ছিলেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম দিকের অন্যতম আলেমা।

তিনি ২০০০–এর বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।"

— ইবন মাজাহ, হাদীস: ২২৪

৬. প্রজ্ঞা ও নৈতিক জ্ঞানের ভারসাম্য

ইসলাম শুধুমাত্র তথ্যভিত্তিক জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করে না।

এটি জ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞা ও নৈতিকতা কে সংযুক্ত করেছে।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, তাকে মহাসম্পদ দান করা হয়েছে।”

— সূরা আল-বাকারা,আয়াত:২৬৯

অর্থাৎ, ইসলাম শুধু জানাকে নয়, বোঝাকে মূল্য দেয়।

৭.৭ ইসলামী যুক্তিবাদ, দর্শন ও প্রজ্ঞা

১. ইসলামী যুক্তিবাদের সূচনা

প্রথম দিকের মুসলিম চিন্তাবিদরা যেমন ইবন রুশদ, আল-ফারাবি, ইবন সিনা প্রমুখ গ্রিক দর্শনের সঙ্গে ইসলামী তত্ত্ব মিলিয়ে নতুন যুক্তিবাদী ধারা তৈরি করেন।

তাদের চিন্তায় বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে কোনো সংঘাত নেই; বরং উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক।

২. প্রজ্ঞার তিন স্তর

ক.জ্ঞান — সত্য জানা

খ.প্রজ্ঞা — জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার

গ. তাওহীদ — আল্লাহর একত্বে সব জ্ঞানকে কেন্দ্রীভূত করা

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

“যার অন্তরে আল্লাহ জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই ।”

— সূরা আন-নূর,আয়াত:৪০

৭.৮ আধুনিক যুগে জ্ঞানচর্চার পুনর্জাগরণ

আজকের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটলেও নৈতিক জ্ঞানের ঘাটতি স্পষ্ট।

মানবতা, ন্যায়বিচার ও আত্মিক ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে।

এই সংকটে ইসলামী জ্ঞানচর্চা আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

১. ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক

ইসলাম বলে— বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্টি বোঝার মাধ্যম, ঈমানের বিকল্প নয়।

অতএব, মুসলমানদের উচিত বিজ্ঞানকে ঈমানের আলোয় দেখা।

২. জ্ঞানের দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ

আজ মুসলমানদের উচিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পুনর্জাগরণ ঘটানো — ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত সব ক্ষেত্রেই।

শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনই ইসলামি উম্মাহর পুনরুত্থানের মূল শক্তি।

অষ্টম অধ্যায় : নারী ও পরিবারের মর্যাদা

৮.১ জাহেলী যুগে নারীর অবস্থা

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরব সমাজ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, নৈতিকতাহীন, এবং জাহেলী সংস্কৃতির দ্বারা পরিচালিত। নারী তখন ছিল অবমাননার প্রতীক, সমাজে তার কোনো মর্যাদা বা অধিকার ছিল না। মেয়েশিশুকে জন্মের পর জীবন্ত কবর দেওয়ার নৃশংস প্রথা ছিল তাদের সমাজে স্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা এই অবস্থা সম্পর্কে **কুরআনে বলেন:**

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

"যখন জীবন্ত কবর দেওয়া মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হবে—কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"

–সূরা আত-তাকভীর, আয়াত ৮–৯

ইসলাম এই অমানবিক প্রথার অবসান ঘটিয়ে নারীকে জীবনের মর্যাদা প্রদান করে। নারীকে পুরুষের সহচর, মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

৮.২ ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে কিভাবে

ইসলাম নারীর জন্য যে অধিকারসমূহ নির্ধারণ করেছে, তা তৎকালীন সময়ের যেকোনো সভ্যতার তুলনায় অভূতপূর্ব। নিচে ইসলাম নারীর জন্য প্রদত্ত প্রধান অধিকারগুলো তুলে ধরা হলো:

১.জীবনের অধিকার

ইসলাম নারীকে জীবনের মৌলিক অধিকার দিয়েছে। মেয়েশিশুর হত্যাকে বড় পাপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"যে কেউ কোনো প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।"

–সূরা মায়িদা, আয়াত ৩২

২. শিক্ষার অধিকার

নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর উপর ফরজ।"

৩.সম্পত্তির অধিকার

ইসলাম নারীর জন্য উত্তরাধিকার নির্ধারণ করেছে।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"পুরুষের জন্য তাদের উপার্জিত অংশ রয়েছে এবং নারীর জন্য তাদের উপার্জিত অংশ রয়েছে।"

–সূরা নিসা, আয়াত ৩২

৪. বিবাহ ও তালাকের অধিকার

নারীর ইচ্ছা ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "কোনো কুমারীর অনুমতি ছাড়া তার বিয়ে সম্পন্ন করা বৈধ নয়।"

৫. সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান

ইসলাম নারীর জন্য সর্বোচ্চ সম্মান নির্ধারণ করেছে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে।"

৮.৩ ইসলামে পারিবারিক বন্ধন ও দায়িত্ব

ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হলে সমাজে শান্তি, ন্যায় ও নৈতিকতা বজায় থাকে।

১.পরিবার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

- নৈতিক সমাজ গঠন
- পরস্পরের সহানুভূতি ও ভালোবাসা
- মানব প্রজন্মের ধারাবাহিকতা

২.স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার

- স্বামীর দায়িত্ব: পরিবারকে ভরণপোষণ করা
- স্ত্রীর দায়িত্ব: ঘরসংসার রক্ষা ও সন্তানের লালনপালন
- উভয়ের দায়িত্ব: পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা ও সহযোগিতা

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“তোমরা একে অপরের জন্য পোশাকস্বরূপ।”

–সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৭

৩.পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

- আদব ও সম্মান প্রদর্শন
- বৃদ্ধাবস্থায় যত্ন নেওয়া
- তাদের জন্য দোয়া করা

৮.৪ আধুনিক সমাজে ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধ

১.পারিবারিক সংকটের কারণ

- পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব
- নৈতিকতার অবক্ষয়
- নারী-পুরুষের সীমালঙ্ঘন
- প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাপন

২.ইসলামী সমাধান

- ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতা জাগ্রত করা
- পরিবারের মধ্যে পরস্পর সম্মান ও ভালোবাসা ফিরিয়ে আনা
- সন্তানদের ইসলামি মূল্যবোধে বড় করা
- সমাজে পর্দা, হায়া ও চরিত্রের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা

৩.ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থার সুফল

- পারস্পরিক ভালোবাসা ও শান্তি
- সমাজে স্থিতিশীলতা
- নারী ও পুরুষের মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থান
- প্রজন্মে ঈমান ও নৈতিকতার ধারাবাহিকতা

৮.৫ ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদার দার্শনিক বিশ্লেষণ

ইসলাম নারীকে এমনভাবে মর্যাদা দিয়েছে, যা আধুনিক মানবাধিকার আন্দোলনও দিতে পারেনি। ইসলাম নারীর মর্যাদা নির্ধারণ করেছে **মানবিকতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে**, লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সর্বাধিক পরহেজগার।"

–**সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩**

এ আয়াত প্রমাণ করে, ইসলাম নারীর সম্মান ও পুরুষের সম্মানকে সমানভাবে মর্যাদা দিয়েছে।

৮.৬ অন্যান্য ধর্মে নারীর অবস্থান

১.হিন্দুধর্মে নারী

- নারীকে অনেক ক্ষেত্রে দেবী হিসেবে মানা হয়, কিন্তু বাস্তবে তাকে পুরুষের অধীন রাখা হয়েছে।
- 'মনুস্মৃতি'-তে বলা আছে:

নারী কখনো স্বাধীন হতে পারে না; পিতা,স্বামী,পুত্র–তাদের অধীনে সে থাকবে"

- বিধবা নারীর জীবন ছিল কষ্টকর, 'সতীদাহ' প্রথা ছিল নির্মম বাস্তবতা।

২.খ্রিষ্টধর্মে নারী

- বাইবেলের কিছু অংশে নারীকে আদমের পাপের কারণ হিসেবে দেখানো হয়।
- তবে পরে যীশু (আঃ) নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন।

৩. ইহুদিবাদে নারী

- তোরাতে নারীকে গৃহকেন্দ্রিক ভূমিকা দেওয়া হয়েছে।
- ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত।

৪. ইসলামে নারী

- ইসলাম নারীকে সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে।
- কোনো ধর্মীয় কাজ বা নৈতিক মর্যাদায় নারীর কোনো হীনতা নেই।
- নারী আল্লাহর কাছে পুরুষের সমানভাবে জবাবদিহি করবে।

ইসলাম নারী ও পরিবারকে মানবসভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীকে অবমাননার নয়, বরং মর্যাদার স্থানে বসিয়েছে। পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে ইসলাম নৈতিক সমাজের ভিত্তি রচনা করেছে।

আধুনিক সমাজে যখন পরিবার ভাঙনের মুখে, তখন ইসলামের পারিবারিক মূল্যবোধ মানবতার জন্য একমাত্র স্থায়ী দিশা।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“আর তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন — নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।”

–সূরা রূম, আয়াত ২১

৮.৭ইসলামী পারিবারিক দর্শনের দার্শনিক ভিত্তি

ইসলামী পারিবারিক দর্শন শুধুমাত্র সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যম নয়, বরং এটি মানবজীবনের একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কাঠামো।ইসলাম পরিবারকে আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও; আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন।”

–সূরা রূম, আয়াত ২১

এই আয়াত পরিবার ব্যবস্থার তিনটি মৌলিক উপাদান নির্ধারণ করেছে —

১. *সুকুন (শান্তি)*

২.*মাওয়াদ্দাহ (ভালোবাসা)*

৩.*রহমাহ (দয়া)*

এ তিনটি মূল্যবোধের উপর ইসলাম পারিবারিক জীবন গড়ে তোলে।যেখানে পারস্পরিক ভালোবাসা, ত্যাগ, ধৈর্য ও নৈতিকতার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর ইবাদত করে।

৮.৮ ইসলামে পরিবারের উদ্দেশ্য ও সামাজিক প্রভাব

ইসলাম পরিবারকে শুধু জৈবিক সম্পর্ক নয়, বরং সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলে।

এর মূল উদ্দেশ্য হলো —

১. মানবজীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা

২. নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা

৩. ন্যায় ও দয়ার চর্চা

৪. ব্যক্তিকে ঈমানি ও নৈতিক পরিমণ্ডলে বড় করা

৮.৯ পারিবারিক বন্ধনে ইসলামের শিক্ষা

১.ভালোবাসা ও পরস্পর শ্রদ্ধা:

ইসলাম শেখায় যে, স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের অভিভাবক নয়, বরং সহচর।

"তোমরা একে অপরের জন্য পোশাকস্বরূপ।"

–সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৭

২.দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা:

পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব নির্ধারিত —

রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।"

৩.শিশুদের লালনপালনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলাম শিশুদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে দেখে।

অভিভাবকের দায়িত্ব তাদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর।"

–সূরা তাহরীম, আয়াত ৬

৮.১০ আধুনিক সমাজে ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধ

১.আধুনিক সমাজে পারিবারিক সংকট

বর্তমান বিশ্বে পারিবারিক মূল্যবোধ ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বস্তুবাদিতার প্রভাবে পরিবার আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো আধুনিক সমাজে প্রকটভাবে দেখা যায় —

১. বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি

২. একক মাতৃত্ব ও পারিবারিক ভাঙন

৩. যৌন নৈতিকতার অবক্ষয়

৪. সন্তানের অবহেলা ও মানসিক অস্থিরতা

৫. প্রবীণদের প্রতি অবজ্ঞা

ইসলাম এই সব সংকটের স্থায়ী সমাধান দেয় নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে।

১.বিবাহকে ইবাদত হিসেবে প্রতিষ্ঠা:

ইসলাম বিবাহকে কেবল সামাজিক চুক্তি নয়, বরং ইবাদতের রূপে বিবেচনা করে। এতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও দয়া জাগে।

২.পারিবারিক শিক্ষায় ধর্মীয় অনুশাসন:

সন্তানের মধ্যে নৈতিকতা ও আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

৩. নারীর মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা:

নারীকে সমাজের অংশীদার ও শিক্ষার অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ইসলাম তার সম্মান পুনরুদ্ধার করেছে।

৪. প্রবীণদের সম্মান:

রাসূল (সাঃ) বলেছেন: “যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের মধ্যে নয়।”

৫. সামাজিক সহযোগিতা:

ইসলামী সমাজে প্রতিবেশী ও আত্মীয়তার বন্ধন জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়, এতিম, অভাবী, প্রতিবেশী—সবার প্রতি উত্তম আচরণ করো।”

–সূরা নিসা, আয়াত ৩৬

৮.১১ নারীর মর্যাদায় ইসলামী সভ্যতার প্রভাব

১. ইসলামী সভ্যতা ইতিহাসে প্রথম নারীকে পূর্ণ মানব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২. মুসলিম নারী শিক্ষা, চিকিৎসা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

৩. হযরত খাদিজা (রা.), আয়েশা (রা.), ফাতিমা (রা.)–এর মতো নারীরা মুসলিম সমাজের উন্নয়নে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

৪. আধুনিক যুগেও নারী-পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান ইসলামের একটি বড় অবদান। ইসলামী পারিবারিক দর্শন শুধু আইনগত কাঠামো নয়, বরং এটি এক নৈতিক ও আত্মিক প্রশান্তির উৎস।

৮.১২আধুনিক সভ্যতায় ইসলামী মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ

বিশ্ব যখন নৈতিকতার সংকটে, পরিবার যখন ছিন্নভিন্ন, তখন ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধই হতে পারে স্থায়ী শান্তির ভিত্তি।

আধুনিক মানবাধিকার, নারীবাদ, কিংবা ব্যক্তিস্বাধীনতা—সবকিছুই শেষ পর্যন্ত সেই ভারসাম্য খোঁজে যা ইসলাম ১৪০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا
جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ
لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী (সুষম) জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানবতার জন্য দৃষ্টান্ত হও।"

–সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৩

ইসলামী পরিবারব্যবস্থা শুধু সামাজিক নয়, এটি এক গভীর আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান।নারী এখানে দাসী নয়, বরং মর্যাদাপূর্ণ সহচর;

পুরুষ এখানে শাসক নয়, বরং দায়িত্বশীল অভিভাবক।

ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধ আজও মানবতার জন্য একমাত্র আলোকবর্তিকা।

যেখানে দয়া, ন্যায়, ভালোবাসা ও দায়িত্ব—সব একত্রে মিলিত হয় এক সৃষ্টিশীল সভ্যতায়।

নবম অধ্যায়:অর্থনীতি ও সমাজকল্যাণে ইসলামের সৌন্দর্য

৯.১ ইসলামী অর্থনীতির পরিচয় ও মৌলভিত্তি

ইসলামী অর্থনীতি মানুষের প্রয়োজন, সমাজের কল্যাণ, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং আধ্যাত্মিক দায়িত্ব—সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা।এর উদ্দেশ্য শুধু সম্পদ বৃদ্ধি নয়, বরং **সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, মানব কল্যাণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন**।
ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি ৫টি স্তম্ভ—

১. **তাওহীদভিত্তিক মালিকানাবোধ** — সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ

2. **মানুষ কেবল আমানতদার** — সে সম্পদে খেয়ানত করতে পারে না
3. **ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন** — ধনী-গরিবের মাঝে সম্পদ আটকে থাকবে না
(সূরা হাশর ৫৯:৭)
4. **শোষণ-সুদ-অনৈতিক উপার্জন নিষিদ্ধ**
(সূরা বাকারা ২:২৭৫)
5. **সম্পদে সমাজের অধিকার বিদ্যমান** — যাকাত, সদকা, ইনফাক বাধ্যতামূলক বা উৎসাহিত ইবাদত

৯.২ সম্পদের মালিকানা

- **পুঁজিবাদ**
  - সম্পদের মালিক ব্যক্তি
  - মুনাফা সর্বোচ্চ করার প্রতিযোগিতা
  - করুণা বা নৈতিকতা বাধ্যতামূলক নয়
  - সম্পদ কিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত হয়
- **সমাজতন্ত্র/কমিউনিজম**
  - সম্পদের মালিক রাষ্ট্র
  - ব্যক্তির সম্পত্তির স্বাধীনতা সীমিত
  - ধর্ম ও ব্যক্তিগত নৈতিকতাকে উপেক্ষা করা হয়
  - মানবিক প্রণোদনা কমে যায়
- **ইসলাম**
  - সম্পদের মালিক আল্লাহ, মানুষ আমানতদার
  - ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত, কিন্তু সীমাহীন নয়

- সম্পদে সমাজ ও গরিবের অধিকার নিশ্চিত
- ধনীকে নিয়ন্ত্রণ, গরিবকে সুরক্ষা
- মুনাফা জায়েজ, কিন্তু শোষণ হারাম
- দুনিয়া + আখিরাত উভয় সাফল্যের সমন্বয়

৯.৩ সুদ (রিবা) নিষিদ্ধের নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি

ইসলাম সুদকে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, মানবতা-ধ্বংসী অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

কুরআনের ঘোষণা— **"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"**
(সূরা বাকারা ২:২৭৫)

সুদ নিষিদ্ধের কারণগুলো:

১. **মেহনত ছাড়া সম্পদ বৃদ্ধি** → উৎপাদনশীলতা কমায়
২. **ধনীকে আরো ধনী, গরিবকে আরো গরিব বানায়**
৩. **মানবিক সম্পর্ক ধ্বংস করে**
4. **সমাজে ঋণদাসত্ব সৃষ্টি করে**
5. **অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে**
6. **নৈতিকতার পতন ঘটায়**

অন্যান্য ধর্মের দমষ্টিতে সুদ:

- **খ্রিস্টধর্ম:** প্রাচীন বাইবেল সুদ-বিরোধী ছিল (Deuteronomy 23:19) তবে পরবর্তীতে অনুমোদন পায়
- **ইহুদিধর্ম:** নিজ সম্প্রদায়ের জন্য সুদ নিষিদ্ধ, বাইরের জন্য বৈধ
- **হিন্দুধর্ম:** উচ্চ বর্ণের জন্য সুদের ভিন্ন বিধান, নিম্ন বর্ণের জন্য ভিন্ন (মনুসংহিতা)
- **ইসলাম:** সবার জন্য সুদ হারাম, কোনো বৈষম্য নেই

৯.৪ যাকাত

ইসলামই প্রথম সভ্যতা যেখানে **গরিবের অধিকারকে দান নয়, বরং আইন** হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

যাকাতের খাত ৮টি:

১. গরিব
২. নিঃস্ব

৩. যাকাত ব্যবস্থাপক
৪. যাদের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট
৫. দাসমুক্তি
৬. ঋণগ্রস্ত
৭. আল্লাহর পথে
৮. মুসাফির

যাকাতের অর্থনৈতিক প্রভাব:

- ধন সঞ্চালন বৃদ্ধি
- দারিদ্র্য হ্রাস
- ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি
- সমাজে অপরাধ কমায়
- ধনী-গরিব বৈষম্য হ্রাস
- অর্থনীতি স্থিতিশীল থাকে

হাদিস:

"তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) নাও, যেটি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে।"

৯.৫ সদকা ও ইনফাক

ইসলাম শুধু বাধ্যতামূলক যাকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজ ভালো রাখতে "স্বেচ্ছা দান"কেও ইবাদত বানিয়েছে।

১. সদকা শুধু টাকা নয়—হাসি, সাহায্য, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও সদকা
(সহিহ মুসলিম ১০০৯)

2. আল্লাহ দানকারীর সম্পদ কমান না, বরং বাড়িয়ে দেন
(সহিহ মুসলিম ২৫৮৮)

3. সদকার সুফল সমাজে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে

৯.৬ দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামের সমাধান

ইসলাম দারিদ্র্যকে শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, বরং সামাজিক ভারসাম্যহীনতার ফল হিসেবে দেখে এবং সমাধান দেয়—

১. **যাকাত (বাধ্যতামূলক সম্পদ পুনর্বণ্টন)**
2. **সদকা (স্বেচ্ছামূলক সামাজিক সহায়তা)**
3. **সুদ নিষিদ্ধ (অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ)**

4. **উত্তরাধিকার আইন (সম্পদ কেন্দ্রীকরণ রোধ)**
5. **ওয়াকফ (পাবলিক কল্যাণমূলক সম্পদ ব্যবস্থা)**
6. **হালাল উপার্জনের নির্দেশ**
7. **ব্যবসায় নৈতিকতার বাধ্যবাধকতা**

৯.৭ ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ বন্টন নীতি

ইসলাম উত্তরাধিকারকে আল্লাহ নির্ধারিত গণিতভিত্তিক আইন করেছে, যাতে—

১. কেউ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়
2. সম্পদ পরিবারে আটকে না থাকে
3. নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়
4. সম্পদ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যান্য ধর্ম/সভ্যতা তুলনা:

- **হিন্দু ধর্ম:** প্রাচীনকালে নারী সম্পত্তি পেত না
- **রোমান আইন:** পুরুষ উত্তরাধিকার প্রধান
- **পাশ্চাত্য আইন:** ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পদ দিয়ে দেয়া যায় (অন্যায় বণ্টনের সুযোগ থাকে)
- **ইসলাম:** নির্ধারিত, অপরিবর্তনীয়, ন্যায়ভিত্তিক, লিঙ্গ-নির্বিশেষে অধিকার

৯.৮ ব্যবসা ও বাণিজ্যে ইসলামী নৈতিকতা

ইসলামে ব্যবসা ইবাদতের অংশ, যদি নৈতিকভাবে করা হয়।

১. ধোঁকা নিষিদ্ধ
(সহিহ মুসলিম ১০২)
2. মাপে কম দেওয়া হারাম
(সূরা মুতাফফিফিন ৮৩:১-৩)
3. কালোবাজারি, মজুদদারি নিষিদ্ধ
(সুনানে ইবনে মাজাহ ২১৫৩)
4. শ্রমিকের মজুরি দ্রুত দিতে হবে
(সুনানে ইবনে মাজাহ ২৪৪৩)
5. হারাম ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ (মদ, ঘুষ, প্রতারণা, জুয়া ইত্যাদি)

৯.৯ শ্রমিক অধিকার ও ইসলামী শ্রমনীতি

ইসলাম শ্রমিককে সম্মান ও পূর্ণ অধিকার দিয়েছে—

১. ঘাম শুকানোর আগেই বেতন দিতে হবে

(সুনানে ইবনে মাজাহ ২৪৪৩)

2. শ্রমিককে কষ্ট দিয়ে কাজ করানো যাবে না
3. তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপানো নিষেধ
4. শ্রমিকও কাজের আমানত রক্ষা করবে

৯.১০ ওয়াকফ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক প্রভাব

ওয়াকফ হলো এমন দান, যার মূল সম্পদ থাকে কিন্তু মুনাফা সমাজে ব্যয় হয়। ইতিহাসে ওয়াকফ থেকে:

- বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন: Al-Azhar)
- হাসপাতাল, এতিমখানা
- রাস্তা, পানির কূপ
- গবেষণা ও লাইব্রেরি
- দরিদ্রদের পুনর্বাসন চলেছে

৯.১১ ইসলামী অর্থনীতির আত্মিক সৌন্দর্য

ইসলামী অর্থনীতির অনন্য দিক—

1. **এটি ইবাদত ও অর্থনীতির সমন্বয়**
2. **মানুষকে দুনিয়ামুখী করে তোলে না, আখিরাতমুখী করে**
3. **ভোগ নয়, ভারসাম্য শেখায়**
4. **নৈতিকতাই এর মূল স্তম্ভ**
5. **এখানে পুঁজি মুখ্য নয়, মানব কল্যাণ মুখ্য**

ইসলামী অর্থনীতি—

- শোষণমুক্ত
- ন্যায়ভিত্তিক
- মানবিক
- ভারসাম্যপূর্ণ

- আল্লাহ ও মানুষের অধিকার সমানভাবে রক্ষা করে
- ধনীকে পরিশুদ্ধ করে, গরিবকে সুরক্ষা দেয়
- দুনিয়া ও আখিরাত—দুই জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করে

অতএব, অর্থনীতি ও সমাজকল্যাণে ইসলামের মডেল **মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ, মানবিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা।**

দশম অধ্যায় :শান্তি, সহাবস্থান ও বিশ্বমানবতা

১০.১ ইসলাম ও 'সালাম' — শান্তির মূল দর্শন

ইসলাম শব্দটির মূল অর্থই শান্তি ও সমর্পণ। মুসলিমদের শুভেচ্ছা **"আস-সালামু আলাইকুম"** (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) হচ্ছে কেবল আহ্বান না — এটা এক প্রকার আচার ও কল্যাণকামনা। কোরআন-সহ হাদিসে শান্তিকে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে বারংবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে: আল্লাহ নিজেই শান্তির উৎস — মানুষের জীবন ও সম্পর্কেও শান্তি প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করা হয়।

প্রয়োগ:

- প্রতিদিনকার সম্পর্ক শুরু করা "সালাম"-এর মাধ্যমে — গৃহে, প্রতিবেশীকে, কাজে।
- নিজের কথাবার্তা ও আচরণে শান্তিপ্রিয়তা দেখা: রাগে কটি কথা চেপে রাখা; তর্কে ভদ্রতা বজায় রাখা।
- ইবাদত এবং সামাজিক দায়িত্বকে সংগতভাবে দেখা: নমাজ, রোজা শুধু ব্যক্তিগত সংস্কার নয়—মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্তানের ভিত্তিও।

১০.২ অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ইসলামের আচরণনীতি

ইসলাম সহমর্মিতা ও সম্মান প্রদর্শন করতে শিখায়। কোরআনে বলা আছে ধর্মে জবরদস্তি নেই — ঐতিহাসিকভাবে ইসলামী সমাজে অমুসলিমরা নিজ ধর্ম পালন করতে পেয়েছে এবং তাদের সঙ্গেও গুরুত্ব সহকারে চুক্তি ও সম্মান বজায় রাখা হয়েছে।

প্রয়োগ:

- ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা: তাদের উৎসব, আবেগ ও বিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।

- বিতর্কে যুক্তি ও নম্রতা: ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় অপমান বা হতাশা না করা।
- সামাজিক দায়িত্বে সমান অধিকার: প্রতিবেশী, কর্মস্থল, ক্লাসরুমে মানুষের সাথে ন্যায়বিচার করা।

যদি কোনো প্রতিবেশী ধর্মীয় কারণে ভিন্ন রীতিতে জীবন যাপন করে, তার ব্যক্তিগত অধিকার ও নিরাপত্তা বিলোপ করা উচিত নয় — বরং পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা উচিত।

১০.৩ যুদ্ধ নয়, শান্তিই ইসলামের উদ্দেশ্য

ইসলামে যুদ্ধকে সর্বনিম্ন ও বিশেষ পরিস্থিতির জন্য বৈধ ধরা হয়েছে — মূলত আত্মরক্ষণ বা অন্যায় নিরোধের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে শান্তি ও মীমাংসা চেষ্টা করার নির্দেশ আছে। যুদ্ধবেলায়ও নির্দিষ্ট নৈতিক বিধি মান্য করার কথা বলা হয়েছে: অসামরিক নাগরিক, শিশু, নারী, বৃদ্ধ, ধর্মীয় স্থান, ফসল-বাগান ইত্যাদি নষ্ট করা হারাম।
প্রয়োগ:

- সামাজিক বিবাধ গুলো বিতর্ক বা আইনি পদ্ধতিতে মীমাংসা করার সচেষ্ট হওয়া।
- সংঘাত হলে প্রথমে কূটনীতি, মধ্যস্থতা ও আলাপ-চর্চা; সব ব্যর্থ হলেও অতি অবশ্যই মানবিক সীমা রক্ষা করা।
- দৈনন্দিন জীবনে “অপেক্ষা” ও “ক্ষমা”-কে নেয়ামত হিসেবে দেখা: ছোটখাটো কলহকে বড় করার পরিবর্তে মীমাংসা করা শিক্ষিত আচরণ।

ব্যবসায় জটিলতা হলে প্রথমে কথা বলার চেষ্টা, নইলে সুশৃঙ্খল আইনি পথ অবলম্বন — অহেতুক ক্ষতি বা অপমান করা থেকে বিরত থাকা।

১০.৪ বিশ্বাসযোগ্যতার ধারা — আমানত, ইমান ও চরিত্র

একজন মুসলিম-ব্যক্তির মূল সনাক্তকরণ হলো বিশ্বস্ততা: কৃপণতা নয় বরং দায়িত্বশীলতা, কথা রাখা, প্রতিশ্রুতি পালনে দৃঢ়তা। নবী (সাঃ)-কে মক্কার মানুষ "আল-আমিন" হিসেবে ডাকত — অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্যতা জীবনে সবচেয়ে উঁচু মূল্য।
প্রয়োগ:

- আমানত রাখা: টাকা-জমা, ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়, দায়িত্ব—সবই ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা।
- চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি দিলে তা সময়ে ও সততার সাথে পালনের অভ্যাস গড়ে তোলা।
- ব্যবসায় ও দৈনন্দিন জীবনে প্রতারণা কিংবা মিথ্যার কোনো ঠাঁই নেই।

বিক্রি-ক্রয়ে পাত্তা দেয়া যে তুই ঠিক পরিমাপে মাল দিচ্ছিস; বন্ধুদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙলে তা মানসিক ও সামাজিক আস্থাভঙ্গ তৈরি করে।

১০.৫ মানবতার কল্যাণ — ইসলামের সার্বজনীন লক্ষ্য

ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়, মানবকল্যাণকে গুরুত্ব দেয়। দরিদ্র, অনাথ, পথচারী, শরণার্থী—এসব দুর্বল গোষ্ঠীর প্রতি সহমর্যাদা, দান ও সেবা ইসলামি নৈতিকতার অংশ। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই কোরআনের বার্তা-ধারার একটি বড় অংশ।

প্রয়োগ:

- জাকাত, দান, স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ।
- নাগরিক দায়িত্ব পালন: কাউকে অবহেলা না করা; ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সহায়তা করা।
- সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা—অন্যায় দেখলেই সচেতন পদক্ষেপ নেওয়া।

১০.৬ সামাজিক শান্তি বজায় রাখতে ক্ষমাশীলতার ভূমিকা

ক্ষমা ও দয়া সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করে। ক্ষুদ্রতর অপমান বা ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা করা পারস্পরিক বিশ্বাস তৈরি করে। ইসলামে ক্ষমার গুরুত্ব অনেকবার উল্লেখ আছে; ক্ষমাশীলতা সামাজিক কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়।

প্রয়োগ:

- পারিবারিক কলহে প্রথমে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া/দেওয়া।
- সমাজে ছোটখাটো অনর্থক তর্কে রেষ না ধরে সম্পর্ক রক্ষা করা।
- ক্ষমা মানে দুর্ব্যবহার সহ্য করা নয় — কিন্তু তা সম্পর্ককে রক্ষা করার শক্তি।

বন্ধু কোনো ভুল করলে তাকে সম্মানজনকভাবে বোঝানো; সঙ্গে রাগ বৃদ্ধির চেয়ে সমাধান খোঁজা।

১০.৭ মতভেদ থাকলেও সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ

মানুষ সর্বদা এক মত হবে না—রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বিষয়ে ভিন্নমত থাকবে। ইসলাম শেখায় মতভেদের মাঝেও মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তর্ক-বিতর্ক করা যেতে পারে, তবে সম্পর্ক নষ্ট করা যাবে না।

প্রয়োগ:

- তর্কে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করা; বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া।

- সহবান্ধব পরিবেশে ভিন্নমত গৃহীত হওয়া এবং সামর্থ্য থাকলে চুক্তি বা সম্মতি খোঁজা।
- সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় সহমর্মিতা বজায় রাখা: বিতর্কের শেষেও শ্রদ্ধাশীল থাকা।

ক্লাসে বা অফিসে মতভেদ থাকলে সেসবকে পেশাগতভাবে আলাদা রেখে কাজ চালানো।

একাদশ অধ্যায়: ইসলামের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সৌন্দর্য

মানব ইতিহাসে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে সাধারণত পরস্পরের দ্বন্দ্বের জায়গায় রাখা হয়। কোথাও বলা হয় বিজ্ঞান ধর্মকে অস্বীকার করে, কোথাও বলা হয় ধর্ম বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু ইসলাম — এমন একটি ধর্ম, যেখানে **বিজ্ঞান, যুক্তি, চিন্তা ও গবেষণা** বাধ্যতামূলক ইবাদত হিসেবে বিবেচিত।

ইসলামের প্রথম ওয়াহি (প্রথম নির্দেশ) ছিল—

"পড়ো, তোমার প্রভুর নামে"

— **সূরা আল-আলাক ৯৬:১**

এটি বোঝায় যে ইসলাম চিন্তা, জ্ঞান ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যকে খুঁজে পাওয়ার নির্দেশ দেয়।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন—

"তারা কি চিন্তা করে না আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মহিমা সম্বন্ধে?"

— **সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৮৫**

অর্থাৎ **গবেষণা করো, পর্যবেক্ষণ করো, কারণ সত্য কখনোই গবেষণা থেকে ভয় পায় না।**

১১.১ কুরআনের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত

ইসলামের সৌন্দর্য এখানে যে—

কোরআন বিজ্ঞান শেখানোর জন্য নাজিল হয়নি, কিন্তু বিজ্ঞান এগিয়ে যাওয়ার অনেক **ইঙ্গিত** এতে পাওয়া যায়, যেগুলো ১৪০০ বছর পরে প্রমাণিত হয়েছে।

১. মহাবিশ্বের সৃষ্টি — Big Bang উল্লেখ

আধুনিক বিজ্ঞান বলে:

"The universe began from a single point, then expanded — Big Bang Theory"

কোরআনের আয়াত:

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একসাথে ছিল, পরে আমি তাদের পৃথক করলাম।"

— সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৩০

অর্থাৎ পুরো মহাবিশ্বের সৃষ্টি **এক বিন্দু থেকে বিস্ফোরণ** হয়ে ছড়িয়ে পড়া — Big Bang এর সঠিক ধারণা।

এটা এমন যুগে বলা হয়েছিল যখন মানুষ আকাশ দেখত, কিন্তু ধারণাই ছিল না 'মহাবিশ্বের শুরু' নিয়ে।

২.মহাবিশ্ব প্রসারণশীল

বিজ্ঞানী এডউইন হাবল **১৯২৯** সালে আবিষ্কার করেন মহাবিশ্ব ক্রমশ **বিস্তৃত হচ্ছে।**

কোরআন অনেক আগেই বলেছে—

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

"আমরা আকাশকে শক্তি দিয়ে নির্মাণ করেছি এবং অবশ্যই আমরা তা প্রসারিত করছি।"

— সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৪৭

এটা হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণের সাথে কোরআনের সামঞ্জস্য।

৩.মানুষের ভ্রূণ

১৯৮০ সালে ভ্রূণ বিশেষজ্ঞ Dr. Keith Moore বলেন —

"কোরআনে ভ্রূণ সৃষ্টির যে বর্ণনা আছে, তা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে হুবহু মিল।"

কোরআন বলে—

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি একটি মিশ্রিত নিষিক্তকরণ পদার্থ থেকে।"

— সূরা আদ-দাহর ৭৬:২

আরো বলে—

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"আমি তারপর তাকে জমাট রক্তস্বরূপ করলাম, তারপর একটি মাংসপিণ্ডে রূপ দিলাম।"

—সূরা আল-মু'মিনূন,আয়াত:১৪

এগুলো ভ্রূণের পর্যায় — অর্থাৎ ধাপে ধাপে সৃষ্টি — **১৪০০** বছর আগে বলা হয়েছে।

৪.পর্বত পৃথিবীর স্থিরতা রক্ষা করে

বিজ্ঞান বলে— পাহাড় হল পৃথিবীর **Stabilizers**, যা Crust এর movement কমায়।

কোরআন বলেছে—

"আমি পৃথিবীতে স্থির পর্বত স্থাপন করেছি যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে দুলতে না পারে।"

— সূরা আল-আম্বিয়া,আয়াত:৩১

৫.পানি থেকেই প্রাণের সৃষ্টি

বিজ্ঞান: Every living organism needs water.

কোরআন:

"আমি পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করেছি।"

— সূরা আল-আম্বিয়া,আয়াত:৩০

৬.আকাশ ও পৃথিবীর সুরক্ষা ব্যবস্থা

পৃথিবীর Atmospheric Layer আসলে আমাদের রক্ষা করে।

কোরআন:

"আর আমি আকাশকে করেছি সংরক্ষিত ছাদস্বরূপ।"

— সূরা আল-আম্বিয়া,আয়াত:৩২

৭.Iron (লোহা) পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছে

আধুনিক বিজ্ঞান বলে— Iron এসেছে Meteor (উল্কাপিণ্ড) থেকে।

কোরআন:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"আর আমি লোহা নাযিল করেছি তাতে আছে শক্তি।"

— সূরা আল-হাদিদ,আয়াত:২৫

"নাযিল করেছি"— এখানে এসেছে **উপর থেকে**, বাইরে থেকে।

৮. সমুদ্রের মাঝে অদৃশ্য পর্দা

"দুটি সাগর তিনি পাশাপাশি প্রবাহিত করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে বাধা।"

— সূরা আর-রহমান,আয়াত:১৯-২০

এটি **Halocline effect** নামে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

১১.২ মহাবিশ্ব,জীবন ও সৃষ্টির ব্যাখা

মানবজাতি আদিকাল থেকে সৃষ্টির রহস্য খুঁজতে চেয়েছে—

- আমরা কোথা থেকে এসেছি?
- মহাবিশ্ব কিভাবে শুরু হলো?
- আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী?

বিজ্ঞান এই প্রশ্নগুলোর আংশিক ব্যাখ্যা দেয়, কিন্তু **উদ্দেশ্য** ব্যাখ্যা করতে পারে না।
ইসলাম শুধু সৃষ্টির প্রক্রিয়া নয়,সৃষ্টির কারণও ব্যাখা করেছে:

১. আল্লাহই সমগ্র মহাবিশ্বর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা

কোরআনে আল্লাহ বলেন—

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

"আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা।"

— (সূরা যুমার,আয়াত:৬২)

আরো বলেন—

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

"তিনি যখন কোনো কিছু ইচ্ছা করেন, তিনি শুধু বলেন 'হও' — আর তা হয়ে যায়।"

— (সূরা ইয়াসীন,আয়াত:৮২)

এখানে তিনটি বিষয় পরিষ্কার:

১. সৃষ্টি আকস্মিক নয়

২. পরিকল্পিত

৩. নিয়ন্ত্রিত

বিজ্ঞান বলে Big Bang হয়েছে, কিন্তু **কেন হয়েছে** বলে না।
ইসলাম বলে — আল্লাহর আদেশে ঘটনা ঘটেছে।

২. সৃষ্টির ধাপসমূহ: কোরআনের ব্যাখ্যা

আল্লাহ বলেন—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ

"ছয় দিনে আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি।"

— (সূরা ক্বাফ,আয়াত:৩৮)

"দিন" মানে সময়ের পর্ব, পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা নয়।

➡ সৃষ্টি ছিল পরিকল্পিত প্রক্রিয়া
➡ এক ধাপের পর আরেক ধাপ

৩. কেন মানুষ সৃষ্টি করা হলো? — ইসলামের উত্তর
মানুষ মহাবিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত সৃষ্টি।
কোরআন বলে—
"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য।"
— (সূরা আয-যারিয়াত,আয়াত:৫৬)
অর্থাৎ:
আল্লাহকে চেনা → আল্লাহকে ভালোবাসা → আল্লাহর আদেশ মানা
মানুষ পৃথিবীতে **খলিফা** (প্রতিনিধি) হিসেবে এসেছে।
কোরআনে—
"আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি (খলিফা) বসাতে যাচ্ছি।"
— (সূরা আল-বাকারা,আয়াত:৩০)
যে কারণে মানুষকে —

- বুদ্ধি দেয়া হয়েছে
- স্বাধীন ইচ্ছা দেয়া হয়েছে
- সঠিক-ভুল বাছাই করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে

৪. মানুষকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে সৃষ্টি করেছি।"
— (সূরা আত-ত্বীন,আয়াত:৪)
এই মর্যাদার কারণ:

বিষয়	**ব্যাখ্যা**
জ্ঞান	মানুষ শেখে, আবিষ্কার করে
বিবেক	ভাল-মন্দের বিচার করে

স্বাধীনতা সিদ্ধান্ত নেয়

এই তিনটি গুণ পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাণীর নেই।

৫. জীবন — একটি পরীক্ষা

জীবন কেন কষ্টে ভরা? মানুষ কাঁদে কেন?

ইসলাম বলে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

"যে ব্যক্তি উত্তম কাজ করবে, তাকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।"

— (সূরা আল-কাহফ,আয়াত:৩০)

আল্লাহ আরো বলেন—

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

"আমি পরীক্ষা করার জন্য মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছি।"

— (সূরা আল-মুলক,আয়াত:২)

পরীক্ষা ছাড়া পুরস্কার হয় না।

দুনিয়া হলো পরীক্ষার হলরুম, আর আখিরাত হলো ফলাফল।

৬. মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।"

— (সূরা ছোয়াদ,আয়াত:২৭)

অর্থ:

➡ কিছুই অকারণে নয়

➡ প্রতিটি কণা নির্দিষ্ট নিয়মে চলে

পৃথিবীর সূর্য থেকে দূরত্ব, অক্সিজেনের মাত্রা, বায়ুচাপ — সবকিছু এত নিখুঁত যে মানবজীবন টিকে থাকে।

এটাকে আধুনিক বিজ্ঞান বলে Fine-Tuned Universe।

ইসলাম বলে — এটাই আল্লাহর পরিকল্পনা।

৭. অন্য ধর্মের সাথে ইসলামের সৃষ্টিতত্ত্বের তুলনা (সংক্ষেপে)

ধর্ম / তত্ত্ব	**সৃষ্টির ধারণা**	**সীমাবদ্ধতা**
বহুদেববাদ	বহু দেবতা সৃষ্টি করেছে	সৃষ্টিতে সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলা
নাস্তিকতা	সব কিছু আকস্মিক	উদ্দেশ্য নেই
ইসলাম	একজন স্রষ্টা পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছেন	সর্বাধিক যুক্তিসংগত

৮. মৃত্যুর পর জীবন

ইসলাম মৃত্যু নিয়ে স্বচ্ছ ব্যাখ্যা দেয়:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

"তোমরা প্রথম যেমন সৃষ্টি হয়েছিলে, তেমন করেই ফিরিয়ে আনা হবে।"

—**(সূরা আল-আরাফ,আয়াত:২৯)**

আখিরাত —

- শেষ গন্তব্য
- চিরস্থায়ী জীবন
- বিচার

মানুষকে তার কর্মফল দেওয়া হবে—

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"যার একটি পরিমাণও ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।"

— **(সূরা যিলযাল ৯৯:৭)**

ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব বলে:

- মহাবিশ্ব পরিকল্পিত
- মানুষ উদ্দেশ্যমূলক
- জীবন হলো পরীক্ষা
- মৃত্যু হলো নতুন জীবনের দ্বার

১১.৩ ইসলামী দর্শন ও যুক্তিবাদ

১. ইসলামী দর্শনের পরিচয়

- ইসলামী দর্শন হলো এমন এক জীবনব্যবস্থা ও চিন্তাধারা, যা কোরআন, হাদিস ও যুক্তিবোধের সমন্বয়ে গঠিত
- এটি শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক জীবনদর্শন
- ইসলামী দর্শন মানুষের **উৎপত্তি, উদ্দেশ্য, স্রষ্টার অস্তিত্ব, ন্যায়নীতি, পরকাল, নৈতিকতা, জ্ঞান ও বাস্তবতা**—সব বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়
- এটি বিশ্বাসকে অন্ধভাবে মানতে বলে না, বরং **চিন্তা, গবেষণা ও প্রমাণের মাধ্যমে সত্যকে উপলব্ধি** করতে উৎসাহ দেয়

২. ইসলামে যুক্তি ও চিন্তার গুরুত্ব

- ইসলাম মানুষকে চিন্তা করার শক্তি দিয়েছে এবং তা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে
- কোরআনে বহুবার এসেছে:

  "তারা কি চিন্তা করে না?"
  "তোমরা কি বুদ্ধি খাটাও না?"
  "তারা কি নিদর্শনসমূহ গভীরভাবে দেখে না?"

  ➤ এতে বোঝা যায় যে ইসলাম যুক্তিকে সম্মান করে

- ইসলাম অযৌক্তিক বিশ্বাস চাপিয়ে দেয় না, বরং বলে **প্রতিটি সৃষ্টি, প্রতিটি নিয়ম ও প্রতিটি বিধি উদ্দেশ্যমূলক**

৩. ইসলামী দর্শনের মূল ভিত্তি

- তাওহীদ (এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস)
- রিসালাত (নবীগণের পথ অনুসরণ)
- আখিরাত (পরকালের জবাবদিহি)

- মানুষের মর্যাদা ও দায়িত্ব
- নৈতিকতা ও ন্যায় বিচার
- মানবকল্যাণ ও ভারসাম্য
- জ্ঞানার্জন ও গবেষণা

৪. ইসলামে যুক্তিবাদের উৎস

- **কোরআন** → চিন্তার নির্দেশনা দেয়
- **হাদিস** → বাস্তব জীবনে যুক্তির প্রয়োগ শেখায়
- **মানুষের বিবেক** → সত্য ও মিথ্যা আলাদা করার ক্ষমতা
- **প্রকৃতি/সৃষ্টি** → আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণ
- **বিজ্ঞান** → আল্লাহর নিয়মের ব্যাখ্যা

৫. যুক্তির মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ (ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি)

১. সৃষ্টির অস্তিত্ব নিজেই স্রষ্টার প্রমাণ

- পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, মানুষ, প্রাণী, প্রকৃতি—কিছুই নিজ থেকে সৃষ্টি হয়নি
- যেহেতু প্রতিটি সৃষ্টির নির্মাতা থাকে, তাই মহাবিশ্বেরও একজন নির্মাতা আছেন

২. নকশা প্রমাণ করে ডিজাইনারের অস্তিত্ব

- মানুষের দেহ, চোখের কাঠামো, মস্তিষ্কের কার্যক্রম, মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খল পরিচালনা—এসব এলোমেলোভাবে হয়নি
- পরিকল্পিত ডিজাইন মানেই পরিকল্পনাকারী আছে

৩.নিয়ম প্রমাণ করে নিয়ন্ত্রণকারী আছে

- মহাবিশ্ব নির্দিষ্ট নিয়মে চলছে
- নিয়ম নিজে নিজে সৃষ্টি হয় না, কেউ নিয়ম বানিয়েছে

৬. ইসলামী দর্শনে বিশ্বাস ও যুক্তির সম্পর্ক

- ইসলাম বলে বিশ্বাস হবে **চিন্তার মাধ্যমে**, অন্ধ অনুসরণে নয়

- বিশ্বাস ও যুক্তি পরস্পর বিরোধী নয়, বরং **একে অপরের পরিপূরক**

  উদাহরণ:

  - বিশ্বাস বলে → আল্লাহ আছেন

    - যুক্তি বলে → সৃষ্টির অস্তিত্বই স্রষ্টার প্রমাণ

৭. ইসলামে প্রশ্ন করার অধিকার

- ইসলাম প্রশ্ন করতে নিষেধ করে না, বরং উৎসাহ দেয়
- সাহাবীরাও রাসূল (সা.)-কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন
- প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য যদি **সত্য জানার আগ্রহ** হয়, তাহলে তা ইবাদতের অংশ

৮. ইসলামী যুক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য

- **প্রমাণভিত্তিক:** অযৌক্তিক ধারণা গ্রহণ করে না
- **নৈতিকতামুখী:** যুক্তি মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে বলে
- **ভারসাম্যপূর্ণ:** শুধু জ্ঞান নয়, কর্মের উপরও জোর
- **অহংকারমুক্ত:** জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী করে, অহংকারী নয়
- **সীমা মেনে চলে:** সবকিছুর উত্তর আছে, তবে মানুষ সব জানে না

৯. ইসলামী দর্শনে মানবমনের ৩ স্তর

- **জ্ঞান (علم)** → জানার স্তর
- **যুক্তি (عقل)** → বিশ্লেষণ করার স্তর
- **বিশ্বাস/নিশ্চয়তা (يقين)** → মেনে নেয়ার স্তর

ইসলাম বলে:

১.প্রথমে জানো

২.তারপর যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করো

৩.তারপর নিশ্চিত বিশ্বাসে পৌঁছাও

১০. ইসলামে সত্য জানার পদ্ধতি

- **ওহী (কোরআন ও হাদিস)** → নির্ভুল জ্ঞানের উৎস
- **বুদ্ধি/যুক্তি** → বিশ্লেষণের মাধ্যম
- **অভিজ্ঞতা/পর্যবেক্ষণ** → বাস্তব যাচাই
- **বিবেক** → নৈতিক নির্দেশক

এই চারটির সমন্বয়ই ইসলামী চিন্তাপদ্ধতি

১২. যুক্তি ও অহংকারের পার্থক্য (ইসলামী শিক্ষা)

- যুক্তি মানুষকে সত্যের পথে নেয়
- অহংকার মানুষকে সত্য প্রত্যাখ্যান করতে শেখায়

- ইবলিস যুক্তি দেখিয়েছিল কিন্তু অহংকারী ছিল, তাই পথভ্রষ্ট হয়েছে
- তাই ইসলাম বলে: **যুক্তি হবে গ্রহণের জন্য, প্রত্যাখানের জন্য নয়**

১৩. ইসলামী দর্শনের উদ্দেশ্য

- মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করা
- জীবনের প্রকৃত অর্থ বোঝানো
- মানব সমাজে ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা
- মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য প্রস্তুত করা
- চিন্তাকে শুদ্ধ করা, হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করা, জীবনকে শৃঙ্খলিত করা

১৪. যুক্তিবাদ ও ইমানের ভারসাম্য

- শুধুমাত্র যুক্তি মানুষকে পথ দেখাতে পারে না
- শুধুমাত্র অনুভূতিও পথ দেখায় না
- ইমান হলো আলো, আর যুক্তি হলো সেই আলো বহনকারী চোখ
- দুটি একত্র হলেই সত্য দেখা সম্ভব

ইসলামী দর্শন কোনো কল্পকাহিনী বা অন্ধবিশ্বাসভিত্তিক মতবাদ নয়।এটি **জ্ঞান, যুক্তি, বিবেক, প্রমাণ ও বিশ্বাস**—পাঁচ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।এখানে যুক্তি বিশ্বাসকে দুর্বল করার জন্য নয়, বরং **বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহৃত হয়।**
ইসলাম মানুষকে বলে:

- **চিন্তা করো, প্রশ্ন করো, গবেষণা করো, তারপর সত্য গ্রহণ করো**

১১.৪ বিজ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয়

ইসলাম এমন একমাত্র জীবনব্যবস্থা, যেখানে **বিজ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাস** পরস্পর বিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক।ইসলাম মনে করে—
বিজ্ঞান প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেয়,
যুক্তি যাচাই করে,আর বিশ্বাস সত্যকে হৃদয়ে স্থাপন করে
এই তিনটি মিলেই মানুষের জ্ঞান ও ঈমান পরিপূর্ণ হয়।

২. ইসলামে জ্ঞান ও গবেষণার অবস্থান

- ইসলামই প্রথম ধর্ম, যা মানুষকে **পড়তে, জানতে, গবেষণা করতে ও চিন্তা করতে** নির্দেশ দিয়েছে

- প্রথম ওহী ছিল:

"পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে..." — (সূরা আল-আলাক,আয়াত:১)

- রাসুল (সাঃ) বলেছেন:

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।" — (ইবনে মাজাহ ২২৪)

- এতে প্রমাণ হয় ইসলাম শুধু বিশ্বাসের ধর্ম নয়, এটি **জ্ঞান ও যুক্তির ধর্মও**

৩. বিজ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাস—তিনটির সম্পর্ক

বিষয়	কাজ
বিজ্ঞান	প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করে
যুক্তি	প্রমাণ যাচাই ও বিশ্লেষণ করে
বিশ্বাস	সত্য গ্রহণ করে এবং জীবনে প্রয়োগ করে

ইসলাম বলে: ইসলাম বলে প্রথমে জানো → তারপর যুক্তি দিয়ে যাচাই করো → তারপর বিশ্বাসে স্থির হও।

৪. ইসলাম কেন বিজ্ঞানবিরোধী নয়

- বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্টির নিয়ম ব্যাখ্যা করে, **স্রষ্টাকে অস্বীকার করে না**
- ইসলাম বিজ্ঞানের দরজা বন্ধ করেনি, বরং **বিজ্ঞানচর্চার পথ খুলে দিয়েছে**
- মুসলিমদের হাত ধরেই:

- চিকিৎসা বিজ্ঞান
- জ্যোতির্বিজ্ঞান
- গণিত
- রসায়ন
- মানচিত্রবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শল্যচিকিৎসা
- আলোকবিজ্ঞান

উন্নতি লাভ করেছে

৫. কোরআন ও বৈজ্ঞানিক সত্যের সামঞ্জস্য

বিজ্ঞান বর্তমানে যেসব বিষয় আবিষ্কার করেছে, কোরআন ১৪০০ বছর আগে তা ইঙ্গিত করেছে:

১.মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে

- **"আমি আকাশকে নিজ ক্ষমতাবলে নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই একে সম্প্রসারণ করছি।"**

  — (সূরা আয-যারিয়াত,আয়াত :৪৭)

২.সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি

- **"আমি পানি থেকে প্রতিটি জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করেছি।"**

  — (সূরা আল-আম্বিয়া,আয়াত:৩০)

৩.পাহাড়কে ভূত্বকের পেরেক হিসেবে বর্ণনা

مِهَادًا
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ
وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

"আমি কি পৃথিবীকে বিছানা করি নাই? এবং পাহাড়কে পেরেক বানাই নাই?"

— (সূরা আন-নাবা,আয়াত:৬-৭)

৪.আকাশের স্তর

- **"অতঃপর তিনি সাত আসমান স্তরে বিভক্ত করলেন।"**

  — (সূরা আল-বাকারা,আয়াত:২৯)

৬. বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আর বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা

- বিজ্ঞান **কীভাবে** ঘটে তা ব্যাখ্যা করে

- কিন্তু **কেন** ঘটে, তার জবাব বিজ্ঞান দেয় না
- উদাহরণ:
    - বিজ্ঞান বলে: মানুষ কোষ থেকে সৃষ্টি
    - ইসলাম বলে: সেই কোষের **স্রষ্টা আল্লাহ**
- বিজ্ঞান দেহ নিয়ে কথা বলে, আর ইসলাম **রূহ, জীবন, উদ্দেশ্য, নৈতিকতা ও আখিরাত** নিয়ে কথা বলে

৭. যুক্তিবাদে ইসলামের ভূমিকা

- ইসলাম অন্ধবিশ্বাস শেখায় না

- ইসলাম প্রশ্ন করার ও বিশ্লেষণের অনুমতি দেয়

- কোরআনে ৭০০+ বার মানুষকে **চিন্তা, গবেষণা, পর্যবেক্ষণ** করতে বলা হয়েছে

- আল্লাহ বলেন:

"তারা কি চিন্তা-ভাবনা করে না?" — (সূরা আরাফ,আয়াত:১৮৪)

৮. বিশ্বাস ছাড়া বিজ্ঞান বিপথগামী, আর বিজ্ঞান ছাড়া বিশ্বাস অসম্পূর্ণ

- যদি বিজ্ঞান **বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন** হয়, তাহলে এটি:
    - পারমাণবিক বোমা
    - মানবক্লোনিং
    - রাসায়নিক অস্ত্র
    - পরিবেশ ধ্বংস
    - নৈতিক বিপর্যয় ঘটায়
- আর যদি বিশ্বাস **যুক্তি ও জ্ঞান ছাড়া** হয়, তাহলে:
    - কুসংস্কার
    - কট্টরপন্থা
    - অজ্ঞতা
    - ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা সৃষ্টি হয়

- তাই ইসলাম বলে:

বিজ্ঞান + যুক্তি + বিশ্বাস = পরিপূর্ণ মানবতা

৯. ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান ২ প্রকার

১.ওহীর জ্ঞান → কোরআন ও হাদিস (নির্ভুল, চূড়ান্ত)

২.জাগতিক জ্ঞান → বিজ্ঞান, গবেষণা, অভিজ্ঞতা (পরিবর্তনশীল, বিকাশযোগ্য)

ইসলাম এই দুই জ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখে না

১০. বিজ্ঞান যখন থেমে যায়, বিশ্বাস পথ দেখায়

- বিজ্ঞান বলতে পারে না:
  - মৃত্যুর পর কী?
  - আত্মা কী?
  - জীবনের উদ্দেশ্য কী?
  - নৈতিকতার চূড়ান্ত মানদণ্ড কী?
  - স্রষ্টা কে?
- ইসলাম এসবের সুস্পষ্ট উত্তর দেয়:

"আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"
— (সূরা আয-যারিয়াত,আয়াত:৫৬)

১১. ইসলামি বিশ্বাস যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

- ইসলাম বলে:
  - প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস গ্রহণ করো না
  - সত্য যাচাই না করে অনুসরণ করো না
  - বাপ-দাদার পথে অন্ধভাবে চলো না
- কোরআন বলে:

“তোমাদের কাছে কি কোনো দলিল আছে? থাকলে তা পেশ করো।”
— (সূরা আল-বাকারা,আয়াত:১১১)

১২. বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান (ইসলামি বিশ্বাস থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে)

- আল-খাওয়ারিজমি → Algebra এর জনক
- ইবনে সিনা → চিকিৎসা বিজ্ঞানের পথিকৃৎ
- ইবনুল হাইসাম → আলোকবিজ্ঞানের জনক
- আল-বিরুনি → জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোল
- আল-জাবির → রসায়নের জনক

এদের গবেষণার মূল অনুপ্রেরণা ছিল **ইসলামী জ্ঞান ও স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস**

১৩. ইসলাম দেখিয়েছে, জ্ঞান মানে ঈমান বৃদ্ধি

- ইসলাম মনে করে:

যত বেশি জ্ঞান, তত গভীর ঈমান

- আল্লাহ বলেন:

- وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۗ

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে, যারা জ্ঞানী।”
— (সূরা ফাতির,আয়াত:২৮)

ইসলাম বিজ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাসকে আলাদা করে দেখে না,বরং এই তিনটির সম্মিলনে মানুষ পায়:

- **সত্য**
- **নৈতিকতা**
- **জীবনের উদ্দেশ্য**
- **মানবতার কল্যাণ**
- **আধ্যাত্মিক প্রশান্তি**

তাই ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি **একটি যুক্তিভিত্তিক, প্রমাণনির্ভর, বিজ্ঞানসম্মত জীবনদর্শন**

দ্বাদশ অধ্যায়:ইসলামী সভ্যতার অবদান

১২.১ ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ

- ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল **জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, দর্শন ও বাস্তব প্রয়োগ**
- ইসলাম ধর্মে জ্ঞান অর্জন শুধু অধিকার নয়, **ধর্মীয় দায়িত্ব**
- প্রথম ওহী ছিল জ্ঞানের আহ্বান:
    - **"পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে..." — (সূরা আল-আলাক,আয়াত:১)**
- রাসূল (সাঃ) বলেছেন:
    - **"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।" — (ইবনে মাজাহ ২২৪)**
- ইসলামে জ্ঞানকে মুক্ত করা হয়েছিল:
    - জাতি–বর্ণ–ধনী–গরিব–নারী–পুরুষ—সবার জন্য উন্মুক্ত
    - প্রথম সভ্যতা যেখানে **নারীরাও শিক্ষক, গবেষক ও আইনবিদ** হয়েছেন

১২.২ মুসলিম বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের অবদান

১. গণিত

- **আল-খওয়ারিজমি**:
    - বীজগণিত (Algebra) এর জনক
    - Algorithm শব্দটি তার নাম থেকেই এসেছে
    - শূন্য (0) ধারণাকে গণিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন

২. চিকিৎসা

- **ইবনে সিনা (Avicenna)**:

    - *ক্যানন অব মেডিসিন* ৮০০ বছর ইউরোপে মেডিকেল পাঠ্যবই ছিল
- **আল-রাজি**:
    - হাম ও গুটি বসন্ত প্রথম আলাদা রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেন
    - চিকিৎসায় **পরীক্ষামূলক পদ্ধতি** প্রয়োগ করেন

৩.পদার্থ ও অপটিক্স

- **ইবনুল হাইসাম**:
    - আলোবিজ্ঞানের জনক
    - ক্যামেরা (Camera Obscura) এর ভিত্তি স্থাপন
    - পরীক্ষাভিত্তিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম প্রবক্তা

৪. রসায়ন

- **জাবির ইবন হাইয়ান**:
    - আধুনিক রসায়নের জনক
    - পাতন, পরিশোধন, ক্রিস্টালাইজেশন প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক

৫. জ্যোতির্বিজ্ঞান

- **আল-বিরুনি**:
    - পৃথিবীর পরিধি প্রায় নিখুঁতভাবে মাপেন
    - সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের সম্ভাবনা উল্লেখ করেন

৬. ভূগোল

- মুসলিম মানচিত্রবিদরা:
    - পৃথিবীর প্রথম **নির্ভুল মানচিত্র** তৈরি করেন
    - সমুদ্র-পথ ন্যাভিগেশনে দিকনির্ধারণ প্রযুক্তি উন্নত করেন

১২.৩ মুসলিম সভ্যতার চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য

- জ্ঞানকে **ইবাদতের মর্যাদা** দেওয়া
- যুক্তি, পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণকে গবেষণার ভিত্তি ধরা
- লাইব্রেরি ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
- জ্ঞানের অনুবাদ আন্দোলন
- বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব না রাখা

১২.৪ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জ্ঞানের প্রসার

১.পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়

- **আল-কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয় (ফেজ, মরক্কো, ৮৫৯ খ্রি.)**
  - প্রতিষ্ঠাতা: **ফাতিমা আল-ফিহরি (একজন মুসলিম নারী)**

২.অন্যান্য প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র

- বাগদাদের **বায়তুল হিকমাহ** (House of Wisdom)
- কর্ডোভার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়
- দামেস্ক ও কায়রোর গবেষণাকেন্দ্র

লাইব্রেরি সংস্কৃতি

- শুধু বাগদাদের লাইব্রেরিতেই ছিল **৬ লক্ষাধিক বই**
- বই অনুবাদ করা হতো:
  - গ্রীক
  - সিরিয়াক
  - পারসিয়ান
  - সংস্কৃত

১২.৫ ইউরোপে রেনেসাঁর পিছনে ইসলামের ভূমিকা

- মুসলিম বিজ্ঞানীদের বই **ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ** করে ইউরোপ পড়ে
- ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি:
  - Algebra, Chemistry, Medicine, Astronomy, Philosophy—সব এসেছে মুসলিম গবেষণা থেকে
- গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব:
  - ইসলামী স্পেনে (আন্দালুস) ইউরোপ প্রথম সভ্যতার আলো দেখে
  - মুসলিমদের থেকে শেখা জ্ঞান দিয়েই ইউরোপ শুরু করে **রেনেসাঁ ও শিল্পবিপ্লব**

১২.৬ ইসলামে জ্ঞান ও সভ্যতা

- ইসলামের দৃষ্টিতে:
  - **জ্ঞান = ইবাদত**
  - **গবেষণা = সওয়াব**

- **সভ্যতা = মানবকল্যাণ**
- কোরআনে বলা হয়েছে:
    - **“আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?” — (সূরা যুমার ৩৯:৯)**

১২.৭ ইসলামী সভ্যতা বনাম অন্যান্য সভ্যতার তুলনামূলক সৌন্দর্য

১. যখন অন্যান্য সভ্যতায় ধর্ম ও বিজ্ঞান আলাদা ছিল:

- গির্জা বিজ্ঞানীদের হত্যা করত (ইউরোপ)
- ধর্মে প্রশ্ন নিষিদ্ধ ছিল (মধ্যযুগ)
- জ্ঞান শুধু উচ্চবর্ণের জন্য ছিল (ভারতীয় প্রাচীন সমাজ)

২. ইসলাম ছিল ভিন্ন:

- বিজ্ঞান = ধর্মের অংশ
- গবেষণা = উৎসাহিত
- প্রশ্ন করা = চিন্তার দরজা খোলা
- জ্ঞান = সবার অধিকার

১২.৮ ইসলামী সভ্যতার নৈতিক কাঠামো

- ইসলামী জ্ঞান কখনো:

ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরির জন্য নয়।মানবজাতি শোষণের জন্য নয়।প্রকৃতি বিনাশের জন্য নয়

- কল্যাণ, ন্যায়, শান্তি ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য

- রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

    - **“মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী।” — (সহিহ আল জামে ৩২৮৯)**

১২.৯ ইসলামী সভ্যতার পতনের কারণ

- জ্ঞানচর্চা থেকে দূরে সরে যাওয়া
- সাম্রাজ্যবাদের বিভক্তি
- রাজনৈতিক অনৈক্য
- গবেষণার ধারাবাহিকতা থেমে যাওয়া
- ধর্মকে আচার বানিয়ে জ্ঞান থেকে আলাদা করা

১২.১০ বর্তমান যুগে ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের প্রয়োজন

- আবার ফিরতে হবে:
    - গবেষণায়
    - বিজ্ঞানে
    - উদ্ভাবনে
    - নৈতিক নেতৃত্বে
    - জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে
- কারণ ইসলাম শুধু অতীতের গৌরব নয়, বরং **ভবিষ্যৎ সমাধানের পথ**

ইসলামী সভ্যতা মানবজাতিকে দিয়েছে:

১. জ্ঞান

২. বিজ্ঞান

৩. দর্শন

৪. নৈতিকতা

৫. মানবতা

৬. সভ্যতার ভিত্তি

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে **ইসলামের জ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার মাধ্যমে**

- এটি শুধু মুসলিমদের সম্পদ নয়, **সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকার**

ত্রয়োদশ অধ্যায়:উপসংহার ও সুপারিশ

১৩.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ

- এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল **অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য, মানবিকতা, বৈজ্ঞানিকতা, সাম্য, ন্যায়বিচার, জ্ঞানচর্চা, সভ্যতা ও মানবকল্যাণে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা**
- গবেষণার প্রতিটি অধ্যায় প্রমাণ করেছে যে:
    - ইসলাম কেবল একটি আচারভিত্তিক ধর্ম নয়, বরং **পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা**
    - এর ভিত্তি **আল্লাহর একত্ব, ন্যায়বিচার, মানবতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শান্তি**
    - ইসলাম মানবজীবনের আত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক দিক—সবক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে

১৩.২ গবেষণার ফলাফল

১.ইসলাম বিশ্বাসের পাশাপাশি যুক্তিকে সম্মান করে

- ইসলাম মানুষকে **চিন্তা, গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ উপস্থাপন** করতে বলে
    - **"তোমাদের কাছে কি কোনো দলিল আছে? থাকলে পেশ করো।" — (সূরা বাকারা,আয়াত:১১১)**

২.ইসলাম জ্ঞান চর্চাকে ফরজ করেছে

- জ্ঞান অর্জনকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব ঘোষণা করেছে
    - **"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।" — (ইবনে মাজাহ ২২৪)**

৩. ন্যায়বিচার ইসলামি সমাজের মূল স্তম্ভ

- শত্রুর প্রতিও ন্যায়বিচার করতে বলা হয়েছে
    - **"কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের ন্যায়বিচার থেকে বিরত না রাখে।" — (সূরা মায়েদা,আয়াত:৮)**

৪. নারীর মর্যাদা ও অধিকার ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে

- সম্পত্তি, শিক্ষা, নিরাপত্তা, বিবাহের মত প্রকাশের অধিকার ইসলামই প্রথম দিয়েছে

৫.ইসলামী অর্থনীতি শোষণমুক্ত ব্যবস্থা

- সুদ নিষিদ্ধ করে মানবিক অর্থনৈতিক মডেল দিয়েছে

    - **“আল্লাহ ব্যবসা বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।” — (সূরা বাকারা,আয়াত :২৭৫)**

৬. ইসলাম বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে

- বিশ্বে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় **কারাউইন** একজন মুসলিম নারী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন
- আধুনিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত, রসায়নের ভিত্তি মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতেই নির্মিত

৭. ইসলামের লক্ষ্য যুদ্ধ নয়, শান্তি

- নামের মধ্যেই শান্তি (সালাম)
- যুদ্ধ কেবল আত্মরক্ষার জন্য, অশান্তি সৃষ্টির জন্য নয়

১৩.৩ সমকালীন বিশ্বে ইসলামের প্রয়োগযোগ্যতা

আধুনিক পৃথিবীতে ইসলাম প্রাসঙ্গিক কারণ:

- **নৈতিকতার সংকট** → ইসলাম নৈতিকতার সঠিক কাঠামো দেয়
- **পরিবার ভাঙন** → ইসলাম পরিবারকে সুরক্ষা দেয়
- **মানসিক অশান্তি** → ইসলাম আধ্যাত্মিক শান্তি প্রদান করে
    - **“আল্লাহকে স্মরণেই হৃদয় শান্তি পায়।” — (সূরা রা'দ,আয়াত:২৮)**
- **অর্থনৈতিক বৈষম্য** → ইসলাম যাকাত, দান, সুদমুক্ত অর্থনীতি দেয়
- **পরিবেশ ধ্বংস** → ইসলাম পরিবেশ রক্ষার নির্দেশ দেয়
- **সভ্যতার সংঘাত** → ইসলাম সহাবস্থান, মানবতা ও সাম্য শেখায়

১৩.৪ অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- **স্রষ্টার একত্ববাদ (তাওহীদ)** → বিভক্ত ঈশ্বর ধারণার বিপরীতে এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা
- **ধর্ম ও বিজ্ঞান একত্রে** → বিজ্ঞানকে অস্বীকার নয়, উৎসাহ দিয়েছে
- **মানবাধিকারের বাস্তব প্রয়োগ** → কাগজে নয়, সমাজে বাস্তবায়ন করেছে
- **নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত** → তাকে ভোগ্যপণ্য নয়, সম্মানিত সত্তা বলেছে
- **সম্পদের ন্যায্য বণ্টন** → যাকাত ও সুদমুক্ত অর্থনীতি
- **নৈতিক শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা** → নামাজ, সিয়াম, যাকাত, ইবাদাহ
- **বিশ্বমানবতার ধারণা** → বর্ণবাদ, জাতিভেদ, গোষ্ঠীবাদের বিরোধিতা

১৩.৫ থিসিসের সামগ্রিক মূল্যায়ন

গবেষণার আলোকে বলা যায়:

- ইসলাম **মানুষের প্রকৃতির সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম**
- ইসলাম **যুক্তি ও বিশ্বাসের নিখুঁত সমন্বয়**
- ইসলাম **মানবিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সব দিক ধারণ করে**
- কোনো ধর্ম যখন শুধু আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ, **ইসলাম তখন জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ বিধান**
- তাই ইসলামকে শুধুমাত্র ধর্ম বলা সীমিত, **এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন**

১৩.৬ গবেষকের মতামত ও ভবিষ্যৎ সুপারিশ

- ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে অপপ্রচার, অজ্ঞতা ও বিকৃত ব্যাখ্যার কারণে
- প্রকৃত ইসলাম অধ্যয়ন করলে দেখা যায়:
    - এটি **মানবতার ধর্ম**
    - এটি **শান্তির ধর্ম**
    - এটি **কল্যাণের ধর্ম**
    - এটি **জ্ঞান ও যুক্তির ধর্ম**
    - এটি **চিরকালীন ও সর্বজনীন পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা**
- তাই ইসলামী জ্ঞানকে যুগের ভাষায় বিশ্বে উপস্থাপন করা জরুরি

★ সুপারিশ

- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে **ইসলামকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাসহ** পড়ানো
- ইসলামি গবেষণায় **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণের ব্যবহার বৃদ্ধি**
- মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য সঠিকভাবে উপস্থাপন
- তরুণ মুসলিমদের:
    - জ্ঞানে
    - প্রযুক্তিতে
    - গবেষণায়
    - নৈতিকতায়
    - নেতৃত্বে

- মানবসেবায়

  গড়ে তোলা জরুরি

১৩.৭ শেষ কথা

ইসলাম—

শান্তির ধর্ম

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধর্ম

ন্যায় ও মানবতার ধর্ম

সভ্যতা নির্মাণের ধর্ম

মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম

আল্লাহ বলেন—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।” — (সূরা মায়েদা ৫:৩)